১০০% কমনের নিশ্চয়তায়

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬

সাজেশন

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

প্রণয়নে
মুসা স্যার
(অধ্যাপক ড. এ. আই. এম. মুসা)

- ভূতপূর্ব : সহযোগী অধ্যাপক, রংপুর সরকারি কলেজ, রংপুর
- গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা
- সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর
- বিভাগীয় প্রধান, সরকারি পিসি কলেজ, বাগেরহাট
- অধ্যক্ষ, তারাগঞ্জ সরকারি কলেজ, রংপুর।

মূল্য-২৫০ টাকা

এইচ এস সি পরীক্ষা ২০২৬

সাজেশন

বিষয় : বাংলা দ্বিতীয় পত্র

(সকল বোর্ডের জন্য)

লা ইউ দিউ আযরাল আমিলীন-
(কোন আমলই বৃথা যায় না) -আল কুরআন

যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।

সাজেশনটি অনুসরণ করার আগে মনে রাখবে-'শুদ্ধ উত্তর এবং পরিচ্ছন্ন উত্তরপত্র'ই বাংলায় বেশি নম্বর পাবার উপায়।

বিস্তারিত সাজেশন

ব্যাকরণ অংশ : নম্বর ৩০

১। বাংলা উচ্চারণের নিয়ম: [ক থেকে ছ পর্যন্ত ১টি প্রশ্ন থাকবে]

(ক) 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(ঢাবো ১৬, ১৭, ২২, ২৫ দিবো-১৭, ২৪, কুবো-১৬, ২৫, চবো. ১৬, ২৫, রাবো- ২৩, ২৪,২৫, যবো-১৭, ২৫, মবো-২৩, ববো-১৭)

অথবা, অ-এর উচ্চারণ কোন কোন স্থানে ও-এর মতো বা ও-বৎ হয়।

অথবা, স্বরধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লিখ।

(খ) ব-ফলা উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

(যবো-২৩ ববো-২৩ কুবো ২২, ২৪, রাবো-২২, সিবো-২২, মবো-২৪, দিবো-২৫)

(গ) ম-ফলা উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ। *(ঢাবো-২৩, দিবো -২৩, ববো-২৫, যবো-২৫)*

(ঘ) উদাহরণসহ প্রমিত বাংলায় 'এ'-কার উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

(কুবো-২৩, সিবো-২৩, ২৫, ববো-২২, দিবো-২২, মবো-২২)

(ঙ) 'য-ফলা' উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। *(ঢাবো-২৪)*

(চ) প্রমিত বাংলায় আদ্য 'অ' উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

অথবা, স্বরধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

(ছ) উদাহরণসহ প্রমিত বাংলায় অন্ত্য 'অ' উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

অথবা, স্বরধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

(জ) মধ্য 'অ' উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

অথবা, স্বরধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখ।

(চ) নিচের যে কোনো ৫টি শব্দের প্রমিত উচ্চারণ লেখ:

অগ্নিকাণ্ড, অত্যাচার, অন্তঃকরণ, অহ্ন, অংশ, অত্যুক্তি, অন্ত্য, আক্কেল, অংশীদার, অদক্ষ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, আঞ্চলিক, অকথ্য, অদ্বিতীয়, অন্নপূর্ণা, আত্মহত্যা, অকস্মাত, অদ্য, অপরাহ্ণ, আত্মা, অকৃতজ্ঞ, অধিকার, অবিনাশ, আত্মীয়, অক্ষ, অধ্যক্ষ, অবিনাশী, আবশ্যক, অক্ষয়, অধ্যবসায়, অবিশ্বাস, আবৃত্তি, অক্ষর, অধ্যয়ন, অভিজাত, আভিজাত্য, অক্ষাংশ, অধ্যাপক, অভিজ্ঞ, আশ্চর্য, অক্ষি, অনন্ত, অভিধান, আশ্রম, অগ্রিম, অনভ্যাস, অভিমান, আসক্তি, অঙ্গুলি, অনিঃশেষ, অভিযোগ, আহবান, অজ্ঞান, অনিন্দ্য, অরণ্য, আহ্নিক, অতঃপর, অনিবার্য, অর্ঘ্য, আহ্বান, অতি, অনুকরণ, অশিক্ষিত, আহ্লাদ, অতীত, অনুকুল, অসময়, অতীশ, অনুবাদ, অসহ্য, অত্যন্ত, অনৈক্য, অসীম, ইতঃপূর্বে, উক্ত, উদ্যত, উল্লাস, ইতিবৃত্ত, উচ্চারণ, উদ্যম, উহ্য, ইতিহাস, উজ্জীবিত, উদ্যোগ, ঊনসত্তর, ইতোমধ্যে, উৎকৃষ্ট, উন্মাদ, ঋগ্বেদ, ইত্যাদি, উদাহরণ, উন্মোচন, ঋণ, ঈপ্সিত, উদ্বাস্তু, উপমা, ঋতু, ঈশান, উদ্বেগ, উপস্থিত, ঋতুরাজ, এক, একীভূত, ঐশ্বরিক, ওষ্ঠধ্বনি, একক, একুশ, ঐশ্বর্য, ওষ্ঠ্য, একগুঁয়ে, এখন, ঐশ্বর্যবান, ঔজ্জ্বল্য, একটি, ঐকতান, ঐশ্বর্যশালী, ঔদার্য, একতা, ঐকমত্য, ঐহিক, ঔপনিবেশিক, একদিন, ঐক্য, ওঙ্কার, ঔপন্যাসিক, একা, ঐচ্ছিক, ওজস্বী, ঔষধ, একাডেমি, ঐতিহ্য, ওতপ্রোত, একান্তর, ঐর্শ্চয, ওপর, কক্ষ, কৃতজ্ঞ, খতিয়ান, গণিত, কণ্ঠ, কেমন, খদ্যোতিকা, গদ্য, কন্যা, কোষাধ্যক্ষ, খবর, গৌরব, কপট, ক্রমশ, খাদ্য, গ্রন্থ, কবি, ক্রোড়পত্র, খাদ্যশস্য, গ্রহণ, কবিতা, ক্ষণ, খ্রিস্টাব্দ, গ্রহণ, কমল, ক্ষতবিক্ষত, গঞ্জ, গ্রাহ্য, কর্তব্য, ক্ষতি, গঞ্জনা, গ্রীষ্ম, কর্ম, ক্ষতিগ্রস্ত, গণতন্ত্র, গ্রীষ্মকাল, কল্যাণ, ক্ষয়িষ্ণু, গণনা, কারক, খচিত, গণিত, চক্রবাক, চৌদ্দ, জনশ্রুতি, জ্ঞাত, চক্রান্ত, চৌর্য, জনৈক, জ্ঞাতব্য, চক্ষুষ্মান, ছদ্মবেশী, জন্মগ্রহণ, জ্ঞাতি, চরিত্র, ছন্দ, জয়ধ্বনি, জ্ঞান, চর্যাপদ, ছবি, জলজ, জ্ঞানী, চলন্ত, ছাত্র, জলপ্রপাত, জ্ঞাপন, চলন্ত, ছিদ্র, জাগ্রত, জ্বলন্ত, চলিষ্ণু, ছিয়াত্তর, জিহ্বা, জ্যামিতি, চিহ্ন, ছোট, জীবন্মৃত, জ্যৈষ্ঠ, চিহ্নিত, জগদ্বিখ্যাত, জীবাত্মা, টগর, চৈত্র, জটিল, জীবাশ্ম, তটিনী, তন্ময়, দগ্ধ, দীনবন্ধু, তৎক্ষণাৎ, তীক্ষ্ণ, দন্ত্য, দুঃখ, তত্ত্ব, তীব্র, দরখাস্ত, দুঃশাসন, তত্ত্বজ্ঞ, তূর্য, দরিদ্র, দেখা, তত্ত্বাবধান, ত্যাজ্য, দর্শনীয়, দেহ, তত্ত্বাবধায়ক, ত্রিকালজ্ঞ, দায়িত্ব, দ্বিত্ব, তত্ত্বীয়, ত্রিকালদর্শী, দায়িত্বজ্ঞান, দ্বিপ্রহর, তথ্য, দই, দাহ্য, দ্ব্যর্থ, তন্বী, দক্ষ, দিগ্বিজয়ী, দ্রষ্টব্য, ধন্যবাদ, নদী, নিঃশর্ত, নিষিদ্ধ, ধার্য, নদীমাতৃক, নিঃশ্বাস, নিস্ফলা, ধ্বংস, ননদ, নিঃসংশয়, নৈঃশব্দ্য, ধ্বনি, নবজাত, নিঃসন্তান, নৈসর্গিক, ধ্রুবতারা, নবান্ন, নিঃস্ব, ন্যস্ত, নক্ষত্র, নব্বই, নিত্য, ন্যায্য, নতি, নাগরিক, নিশ্ছিদ্র, পক্ব, পার্শ্বস্থ, প্রতিজ্ঞাপত্র, প্রশ্ন, পক্ষ, পুনঃপুন, প্রত্যক্ষ, প্রশ্রয়, পঞ্চেন্দ্রিয়, পুনশ্চ, প্রত্যঙ্গ, প্রস্ফুটিত, পথ-বাসী, পুষ্পাঞ্জলি, প্রত্যাখ্যান, প্রাঞ্জলতা, পথিকৃৎ, পোষ্য, প্রথম, প্রাণিজ,

পদপ্রার্থী, প্রচণ্ড, প্রধান, প্রাপ্য, পদ্ম, প্রচেষ্টা , প্রপঞ্চ, প্রায়শ্চিত্ত, পদ্য, প্রজাপতি, প্রবন্ধ, প্রারম্ভ, পরীক্ষা, প্রজ্ঞা, প্রভাত, প্রেতাত্মা, পরীক্ষিত, প্রণীত, প্রশস্ত, ফুটন্ত, পর্যন্ত, প্রতজ্ঞা, প্রশস্তি, ফুলশয্যা, বক্তব্য, বাহ্যিক, বিষবৃক্ষ, ব্রহ্ম, বক্তৃতা, বিক্ষত, বিহ্বল, ব্রহ্মপুত্র, বক্ষ, বিখ্যাত, বীরাঙ্গনা, ব্রহ্মা, বঞ্চিত, বিচক্ষণ, বুদ্ধিজীবী, ব্রহ্মাণ্ড, বনবাস, বিচ্যুত, বেতন, ব্রাহ্মণ, বনস্পতি, বিজ্ঞ, বৈশাখ, ভক্ষক, বন্ধন, বিজ্ঞপ্তি, বৈষ্ণব, ভক্ষণ, বন্যা, বিজ্ঞান, বৈসাদৃশ্য, ভগ্ন, বর্ষিত, বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিত্ব, ভবিষ্যৎ, বহ্নি, বিদ্বান, ব্যতিক্রম, ভয়ঙ্কর, বাগ্মী, বিদ্বেষ, ব্যথিত, ভরসা, বাগ্মী, বিবাহ, ব্যবধান, ভস্ম, বাঞ্ছনীয়, বিভ্রান্ত, ব্যাকরণ, ভিক্ষুক, বাল্মীকি, বিশেষজ্ঞ, ব্যাখ্যা, ভৌগোলিক, বাহ্য, বিশ্বাস, ব্যূহ, ভ্রষ্ট, মঞ্চ, মর্মান্তিক, মূঢ়, যকৃৎ, মঞ্জুর, মর্যাদা, মৃগ, যক্ষ্মা, মতি, মসৃণ, মৃন্ময়, যখন, মধ্যাহ্ন, মস্তিষ্ক, মেঘমালা, যজ্ঞ, মন, মহত্ত্ব, মেলা, যথাক্রমে, মনমালিন্য, মানচিত্র, মৈত্রী, যুগ্ম, মনুষ্যত্ব, মাহাত্ম্য, মোহিত, মনোজ্ঞ, মুক্তমঞ্চ, মৌন, মন্তব্য, মুহূর্ত, মৌর্য, রক্ত, লক্ষ্মী, শয্যা, শ্রদ্ধাস্পদ, রক্ষক, লক্ষ্য, শশ্রুষা, শ্রবণ, রক্ষিত, লগ্ন, শস্য, শ্রম, রঞ্জিত, লগ্নি, শাশ্বত, শ্রমসঙ্গী, রশ্মি, লঘিষ্ঠ, শাসন, শ্রাবণ, রহস্য, লজ্জিত, শিক্ষক, শ্রাব্য, রাষ্ট্রপতি, লভ্য, শিষ্য, শ্রুতিমধুর, রূপসী, লভ্যাংশ, শুদ্ধ, শ্লেষ্মা, রোমাঞ্চ, লাঞ্ছনা, শুল্ক, ষণ্ডা, রৌপ্য, লাঞ্ছিত, শূন্য, ষষ্ঠি, লক্ষ, লাবণ্য, শ্বাশত, ষাণ্মাসিক, লক্ষ্মণ, শক্তি, শ্রদ্ধা, ষোড়শি, সংগ্রহ, সত্ত্বর, সরণ, স্বাগত, সংজ্ঞা, সত্য, সহস্র, স্বাধীন, সংবরণ, সদ্য, সহিষ্ণু, স্মরণীয়, সংবর্ধনা, সন্ধ্যা, সহ্য, স্মর্তব্য, সংবাদপত্র, সবিনয়, সুতীক্ষ্ণ, স্মৃতি, সংযত, সবিশেষ, সুষ্ঠু, হিংস্র, সংরক্ষণ, সভ্য, সুহৃদ, হিতৈষী, সই, সমন্বয়, সৃজনশীল, হৃত, সঞ্চিত, সমবেত, সৌন্দর্য, হৃদয়, সঠিক, সমীহ, স্বরাজ, হ্রস্ব, সত্তর, সম্প্রতি, স্বল্প। (৫১২টি)

উচ্চারণের নিয়ম থেকে একটি প্রশ্ন এবং উচ্চারণ নির্ণয়ের জন্য ৮টি শব্দ থাকবে ; ৫টি দিতে হবে। নিয়ম না লিখে উচ্চারণ নির্ণয়ের উত্তর দেওয়াই উত্তম।

২। বাংলা বানানের নিয়ম :

(ক) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুযায়ী অ-তৎসম শব্দের ৫টি নিয়ম লেখ।

(চবো-১৬, ২৫ ববো-১৬, সিবো-১৭, ঢাবো-২৪, মবো-২৫)

অথবা, বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(ঢাবো-২৩, ২৫, মবো-২৩, রাবো-২৩ ২৫, দিবো-২৩, কুবো-২৩ ২৫, সিবো-২৩, যবো-২৩ ও ববো-২৩)

অথবা, প্রমিত বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম লেখ। (য. বো. ১৬, চবো-১৯)

অথবা, আধুনিক বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

অথবা, বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(খ) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বানানের নিয়ম অনুসারে ই-কার ব্যবহারের ৫টি নিয়ম। (দিবো-১৬,১৭ সিবো-২৫, ববো-২৫)

(গ) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে তৎসম শব্দের বানানের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। (রাবো-১৯, দিবো-২৫)

(ঘ) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে 'ই', উ, ক্ষ, শ এবং রেফ (বর্ব) ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। (সবো-১৮)

(ঙ) ণ-ত্ব বিধান কাকে বলে? ণ-ত্ব বিধানের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(চ) ষ-ত্ব বিধান কাকে বলে? ষ-ত্ব বিধানের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(ছ) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে বিদেশি শব্দের বানানের ৫টি নিয়ম লেখ।

(জ) নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লেখ :

অকস্মাৎ, অনুগামীনী, অলজ্ঝ, আনবিক, ইতিমধ্যে, অক্ষুন্ন, অনুদিত, অশ্রুজল, আনুষাঙ্গিক, ইতিমধ্যে, অগ্নাশয়, অনুর্ধ্ব, অহোরাত্রি, আবিস্কার, ইতোপর, অগ্লুৎপাত, অনুসঙ্গ, আইনজীবি, আমাবস্যা, ইদানিং, অতলস্পর্শী, অনুসূয়া, আকষ্মিক, আর্শিবাদ, ইদুর, অতিথী, অপকর্ষতা, আকাংখ্যা, আলচ্যমান, ইদৃশ, অত্যান্ত, অপরাহ্ন, আগন্তক, আশাঢ়, ইস্পিত, অদ্যবধি, অপরীসিম, আগমনি, আশীষ, অধিনস্থ, অপহরন, আচরন, ইংরেজী, অধ্যাবসায়, অপাঙেতয়, আত্বস্ত, ইতপূর্বে, অধ্যায়ন, অপেক্ষামান, আদ্যান্ত, ইতমধ্যে, অনাথিনী, অপ্রতুলতা, আদ্র, ইতিপূর্বে, উচ্ছাস, উদ্ধত্য, উপাধী, এতদ্বারা, ঔচিত্ত, উজ্বল, উদ্বেলিত, উর্মি, এতদসংক্রান্ত, উৎকর্ষতা, উপন্যাসিক, উল্লেখিত, এসিস্টেন্ট, উত্যক্ত, উপযোগীতা, উশৃঙ্খল, ঐক্যতান, উদীচি, উপরুক্ত, একত্রিত, ঐক্যমত, কটুক্তি, কিংবদন্তী, কৃচ্ছসাধন, ক্ষুণ্নিবৃত্তি, গৌন, কথপোকথন, কিনাঙ্ক, কৃতি, গড্ডালিকা, গ্রন্থাবলী, কর্ণেল, কিম্বদন্তী, কৃত্তিবাস, গণ্ডুষ, গ্রহিতা, কর্মজীবি, কুজ্জটিকা, কৃতীত্ব, গরিয়সী, গ্রামীন, কলংকিত, কুপমণ্ডুক, কৌতুহল, গিতাঞ্জলি, ঘনিভূত, কল্যান, কৃচ্ছ, ক্ষতিগ্রস্থ, গুণীগণ, ঘুরাঘুরি, কার্য্যালয়, কৃচ্ছতা, ক্ষিণজীবি, গৃহস্ত, ঘূর্ণীয়মান, চতুস্কোন, টুর্ণামেন্ট, দুরাবস্থা, দূর্জয়, নিক্কন, চিকুন, ডাষ্টবিন, দূরবস্থা, দূর্দম, নিরপরাধী, ছাত্রছাত্রীগণ, তরুছায়া, দূরাবস্থা, দূর্বলতা, নিরব, জগত, তিরষ্কার, দুর্ণাম, দূর্বিসহ, নির্গুণী, জাজ্জল্যমান, তেজস্ক্রিয়, দুর্বিসহ, দুস্প্রাপ্য, নির্দোষী, জিবীকা, তোরন, দুষিত, দৈন্যতা, নির্মীয়মান, জেষ্ঠ্য, দন্ডবিদি, দুরন্ত, দোষনীয়, নিশিথিনী, জৈষ্ঠ্য, দায়ীত্ব, দূরবৃত্ত, দ্বন্ধ, নীরোগী, জোস্নারাত, দারিদ্রতা, দূরাদৃষ্ট, ধংস, নুপুর, ঝঞ্ঝাট, দিবারাত্রি, দূরুহ, ননদী, নূন্যতম, ঝরণা, দুঃস্ত, দূর্গতি , নমষ্কার, নৈঋত, পঁচা, পিপিলিকা, পেশাজীবি, প্রত্যুশ, প্রাতঃভ্রমণ, পন্য, পিরিত, পৈত্রিক, প্রনয়ণ, প্রাতঃরাশ, পরজীবি, পুন্যাহ, পোষ্টমাষ্টার, প্রনয়িনি, প্রাতস্মরণী, পরাণ, পুরষ্কার, প্রণষ্ট, প্রবাহমান, প্রোজ্জলণ, পরিস্কার, পুরান, প্রতিদন্দ্বি, প্রাণপুরুষ, প্রোজ্জলিত, পল্লীগ্রামে, পূননির্মান, প্রতিদ্বন্দিতা, প্রাণীজগত, ফটোষ্টেট,

পানিনি, পূর্বাহ্ন, প্রতিযোগীতা, প্রাণীতত্ত্ব, ফলপ্রষু, পিত্রিদত্ত, পৃথকন্ন, প্রত্নতাত্তিক, প্রাণীবিদ্যা, ফাঁসী, বনস্পতি, বানিজ্য, বিভিসিকা, বৈয়াকরণিক, ব্যাবহার, বন্দোপাধ্যায়, বাল্মিকি, বীরম্বনা, ব্যতিত, ব্যার্থ, বয়ঃজেষ্ঠ্য, বিদুষি, বুৎপত্তি, ব্যপ্ত, ব্রক্ষন, বহিঃষ্কার, বিদ্যান, বুদ্ধিজীবি, ব্যবহারজীবি, বাংগালী, বিদ্রূপ, বৈচিত্র, ব্যাতিত, বাঞ্চনীয়, বিভিষণ, বৈদগ্ধ, ব্যাত্যয়, ভর্তিচ্ছু, ভ্রাতুস্পুত্র, মনযোগ, মন্ত্রীসভা, মুখস্ত, ভষ্ম, ভ্রুকূটি, মনিজাল, মরিচিকা, মুচ্ছর্ণা, ভষ্মীভুত, মণিষা, মনিষা, মহত্ব, মুমুর্ষু, ভীষন, মনঃগ্রাহী, মনিষী, মহিয়সি, মুহুর্মুহূ, ভুয়সী, মনঃদুঃখ, মনোকষ্ট, মহিষি, মুহ্যমান, ভূবণ, মনঃবাঞ্চা, মনোক্ষুণ্ণ, মহুর্ত, মূর্চ্ছনা, ভূল, মনজোগ, মনোপীড়া, মাধুর্যতা, মূহুর্ত, ভোগলিক, মনন্তর, মনোপুত, মাহাত্ম, মৌনতা, ভ্রাতাগণ, মনমোহন, মন্ত্রীত্ব, মুখরিত, যক্ষা, শমিরণ, শারিরীক, শুধুমাত্র, শ্লেস্মা, যদ্যাপি, শরিরীক, শাস-প্রসাস, শুশ্রষা, ষষ্ঠদশ, রেজিষ্ট্রেশন, শশুরবাড়ী, শিরঃচ্ছেদ, শ্বশুড়, ষান্মাসিক, লক্ষন, শশ্মান, শিরচ্ছেদ, শ্বাশত, ষ্টেডিয়াম, লজ্জাস্কর, শশ্রুষা, শিরনাম, শ্বাশুড়ি, ষ্টেশন, লবন, শষ্য, শিরমণি, শ্রদ্ধঞ্জলী, ষ্টোর, লব্ধপ্রতিষ্ঠিত, শহীদমিনার, শিরোমনি, শ্রমজীবি, শমিচীন, শান্তনা, শুচীপত্র, শ্রেণী, সংস্কৃতিক, সম্বর্দ্ধনা, সাতন্ত্র, সৌহার্দ, স্বরস্বতী, সকাতর, সম্বলিত, সাত্মিক, ষ্টেডিয়াম, স্বস্ত্রীক, সচিত্রিত, সম্বাদ, সাবলম্বন, স্থুল, স্বাক্ষরতা, সত্ত্বা, সম্মানীয়, সামীগৃহ, স্নেহশিস, স্বান্তনা, সত্যেও, সয়ংবরা, সায়াহ্ন, স্ফুর্তি, স্বার্থকতা, সধর্মচুত, সর্বশান্ত, সুপারিস, স্বচ্ছল, স্মরণাপন্ন, সন্ধাপদ্বিপ, সর্বস, সুসম, তঃস্ফুর্ত, স্মরনার্থী, সন্ধিহান, সলজ্জিত, সুস্থ্য, স্বত্ব, স্রেহাশীষ, সন্যাসী, সশংকিত, সুস্বাগত, স্বত্বা, স্রোতস্বিনি, সমিচীন, সহকারি, সূধি, স্বত্ত্বাধিকারী, হিনমন্যতা, সমিপবর্তিনি, সহমর্মীতা, সোনালী, স্বপরিবার, হৃদপিন্ড, সমিরন, সহযোগীতা, সৌজন্যতা, স্ববান্ধব, হৃদস্পন্দন ।(৩৭৬টি)

বানানের নিয়ম থেকে একটি প্রশ্ন এবং বানান শুদ্ধীকরণের জন্য ৮টি শব্দ থাকবে ; ৫টি দিতে হবে। নিয়ম না লিখে উচ্চারণ নির্ণয়ের উত্তর দেওয়াই উত্তম।

৩। বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণি : পদ

(ক) বিশেষ্য পদ কাকে বলে? বিশেষ্য পদ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকার বিশেষ্য পদের পরিচয় দাও।

(দিবো-২০১৬, রাবো-২৫ মোবা-২৫, চবো-২৫)

অথবা, উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। (রাবো-২৩)

অথবা, বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(সিবো-২৩)

(খ) বাংলা ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভিাগ দেখাও। (ঢা. বো. ১৬, দিবো-২৩)

অথবা, উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(যবো-২৩, ঢাবো-২৫, সিবো-২৫, ববো-২৫, কুবো, যাবো-২৫)

অথবা, ক্রিয়াপদ কাকে বলে? উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(ববো-২৩)

(গ) আবেগ শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। *(রাবো- ১৬, সিবো-১৭)*

অথবা, আবেগ শব্দ বলতে কী বুঝো? আবেগ শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(ঢাবো-২৩, মবো-২৩ দিবো-২৫)

অথবা, আবেগ শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ আবেগ শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(কুবো-২৩)

(ঘ) বিশেষণ পদ কাকে বলে? বিশেষণ পদ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকার বিশেষণ পদের পরিচয় দাও।

(ঙ) গঠন অনুযায়ী ক্রিয়া কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ এদের পরিচয় দাও।

(চ) অনুসর্গ কাকে বলে? ৪টি বাক্যে অনুসর্গের প্রয়োগ দেখাও।

(ছ) যোজক কী? উদাহরণসহ যোজকের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। *(কুবো-১৯)*

(জ) উদাহরণসহ সর্বনাম পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(চবো, ববো-১৬, ঢাবো, ববো-১৭, চবো-১৯, ঢাবো-১৯)

(ঝ) নিচের অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষ্য অথবা বিশেষণ অথবা সর্বনাম অথবা ক্রিয়া অথবা ক্রিয়া বিশেষণ অথবা চিহ্নিত শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর।

(কিছু নমুনা প্রশ্ন নিচে দেয়া হলো)

প্রশ্ন-১ নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো:

"আব্বু ছোটোমামা হয়েছে। আব্বু ছোটোমামা হয়েছে।" আড়াই বছরের মেয়ের সদ্য-ঘুম-ভাঙা গলায় ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে সে চমকে ওঠে, মিন্টু কি ঢুকে পড়লো অস্ত্রশস্ত্র হাতে? এর মানে পিছে পিছে ঢুকছে মিলিটারি। তার মানে-। না, দরজার

ছিটকিনি ও খিল সব বন্ধ। তাকে কি মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে? মিলিটারি আবার ভুল করে বসবে না তো? এর মধ্যে তার পাঁচ বছরের ছেলেটা গম্ভীর চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে রায় দেয়, "আব্বুকে ছোটোমামার মতো দেখাচ্ছে। আব্বু তা হলে মুক্তিবাহিনী তাই না?"

প্রশ্ন-২ : নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষ্য পদ নির্বাচন কর:

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকায় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯এ মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ঢাকায় বিক্রমপুরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম নীরদাসুন্দরী দেবী। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকনাম মানিক। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন।

প্রশ্ন-৩ : নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষণ পদ নির্বাচন কর:

সাদা মেঘ আকাশ ছেয়ে আছে । হঠাৎ টিপ-টিপ বৃষ্টি শুরু হলো । করিম ভাঙ্গা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করছিল। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদ হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।

প্রশ্ন-৪:নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত কর:

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার কবি, বিশ্বকবি। গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য তিনি নোবেল পান। সারা বিশ্বের বিদগ্ধজন যেমন আইনষ্টাইন, রোমা রোল্যাঁ, ইয়েটস প্রমুখের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আবার ইতালির মুসোলিনিকে নিয়ে তিনি এঁকেছিলেন ব্যঙ্গচিত্র ।

প্রশ্ন-৫: নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ শব্দ খুঁজে বের কর :

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সৌন্দর্যপ্রিয়, রূপপিয়াসী,কল্পনাবিলাসী। মনকে আর্কষণ করার মতো এমন অনেক কিছু প্রকৃতিজগতে ছড়িয়ে আছে। রূপালি নদী, বিল, আকাশ, সাদা মেঘের ভেলা, সবুজ বৃক্ষলতা, নানা বর্ণের ফুল, নানা রঙের ফল, মায়াবী জ্যোৎস্না যে কারো হৃদয় মুগ্ধ করবেই ।

প্রশ্ন-৬: নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত কর :

সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী। নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানীর পরিবারে তার জন্ম হয়েছে। তার ছিল না কোনো আনন্দ, কোনো আশা । পরিচিত হবার, প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না। তাই শিক্ষা পরিষদ অফিসের সামান্য কেরানির সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল।

প্রশ্ন-৭ : নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি সর্বনাম পদ চিহ্নিত কর :

আজি আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসেবে বড়, না গুণের হিসেবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপর ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

প্রশ্ন-৮: নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষণ নির্বাচন কর :

প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার একটি টেলিভিশন। সুস্থ শরীর না হলে খেলায় জয়লাভ অসম্ভব। সবুজ ঘাসের উপর হবে সাইকেল চালনা। হাসিহাসি মুখ নিয়ে বিজয় মঞ্চে উঠল ছেলেটি।

প্রশ্ন-৯: নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষ্য পদ নির্বাচন কর :

রাত আটটাও বাজে নি, এর মধ্যে গনেশের হোটেল বন্ধ। নিরাময় ফার্মেসিও বন্ধ। একবার মনে হলে আমার নিজের ঘড়িই বন্ধ হয়ে আছে, রাত বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু আমি টের পাচ্ছি না।

প্রশ্ন-১০ : নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি সর্বনাম পদ নির্বাচন কর:

সেখানকার ছেলেমেয়েরা বেশ মজা পেল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, ছেলেটা নিশ্চয় পাগল হবে। ঠিক আছে আমরা সবাই তাকে রাজকুমার মনে করে সম্মান দেখাই।

প্রশ্ন-১১ : নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষণ পদ বাছাই করে লেখ:

নীল আকাশ। রোদেলা দুপুর। দখিনা বাতাসে টকটকে লাল পলাশ ফুল দুলছে। সাদা মেঘের দল বলাকার মতো উড়ছে। গ্রামের মেঠো পথে ছেলেরা খেলছে।

প্রশ্ন-১২ নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ নির্বাচন করো:

সকালে মা তার ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে গরম দুধ খাওয়ালেন। এরপর আড়াই বছরের অবুঝ শিশুটিকে নিয়ে বাগানে লাল লাল ফুল দেখালেন। সদ্যোজাত ফুলগুলো ছিল চমৎকার। ঝকঝকে রোদে পরিবেশও ছিল সুখবর।

প্রশ্ন-১৩ নিচের অনুচ্ছেদ থেকে নিম্নরেখ পদগুলোর ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ করো:

আজ সারাদিন আকাশ <u>সাদা</u> মেঘে ঢাকা। মৃদু <u>বাতাস</u> বইছে। রাজিব <u>ভাঙা</u> ছাতা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আমি জানালায় দাঁড়িয়ে আপন মনে গান <u>গাইছি</u>। <u>উহ্!</u> বড্ড ঠান্ডা।

প্রশ্ন-১৪ নিচের অনুচ্ছেদের নিম্নরেখ পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

একটু <u>মিটমিট</u> করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে-দেওয়াতের ওপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ <u>নাচিতেছে</u>। আহার প্রস্তুত হয় নাই-এজন্য <u>হুকা</u> হাতে, নিমীলিত লোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম <u>তবে</u> ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কিনা।

পদের সংজ্ঞা ও পরিচয় থেকে একটি প্রশ্ন এবং পদ নির্ণয়ের জন্য একটি অনুচ্ছেদ বা ৮টি বাক্য থাকবে ; ৫টি দিতে হবে। সংজ্ঞা/পরিচয় না লিখে পদ নির্ণয়ের উত্তর দেওয়াই উত্তম।

৪। বাংলা শব্দ গঠন: (উপসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয় প্রত্যয় এবং সমাস)

শব্দগঠন

(ক) অর্থ অনুযায়ী বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার শব্দের পরিচয় দাও।

(খ) উৎস অনুযায়ী শব্দ কয় প্রকার ও কী কী ? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকার শব্দের পরিচয় দাও।

(গ)বাংলা ভাষায় কোন কোন প্রক্রিয়ায় নতুন শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উপসর্গ

(ঘ) 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।'-আলোচনা কর।

(দিবো, যবো, ববো-১৭, সিবো-১৯, যবো-১৯)

(ঙ) পাশের উপসর্গগুলো দিয়ে শব্দ তৈরি কর ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাও: অঘা, অজ, আড়, আব, নি, ভর, সু, হা, অপ, নির, উৎ।

(চ) উপসর্গ কাকে বলে? যে কোনো চারটি বিদেশি উপসর্গের সাহায্যে একটি করে শব্দ গঠন কর।

(ছ) উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

সমাস

(ঝ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ:

চতুষ্পদী, নবরত্ন, চৌমাথা, পঞ্চনদ, চৌমুহনী, পঞ্চপ্রদীপ, চৌরাস্তা, পঞ্চবটী, তেতালা, পঞ্চরাত্র, তেপান্তর, পসুরি, তেমোহনা, শতবর্ষ, তেরোনদী, শতাব্দী, ত্রিপদী, ষড়ঋতু, ত্রিফলা, সপ্তডিঙা, ত্রিভুবন, সপ্তর্ষি, ত্রিলোক, সপ্তাহ, দশআনি, সহস্রাব্দ, অতীন্দ্রিয়, উপকূল, অনুগমন, উপজেলা, অনুরণন, উপনদী, অনুরূপ, উপবন, অপরাহ্ণ , গরমিল, আকণ্ঠ, ঘোলাটে, আকর্ণ, দুর্ভিক্ষ, আদিগন্ত, প্রত্যক্ষ, আমরণ, ফিকালাল, আমূল, বিশ্রী, আরক্তিম, যথারীতি, আলুনি, যথাসাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল, যথেষ্ট, উচ্ছ্বাস, লালচে, উদ্বেল, হরতাল, উপকণ্ঠ, হাভাত,অতিমাত্রা, প্রবাদ, অভিমুখ, প্রভাত, প্রগতি, প্রভাব, প্রতিহিংসা, প্রভাষক, প্রত্যেহ, প্রশান্তি, প্রবচন, প্রহার, প্রবচন, কালান্তর, দেশান্তর, গৃহান্তর, বাক্যন্তর, গ্রামান্তর, ভাষান্তর, জনৈক, মতান্তর, জন্মান্তর, মাথাপিছু, তন্মাত্র, যুগান্তর, দর্শনমাত্র, রূপান্তর, দিনভর, লোকটি, দীপান্তর, লোকান্তর, অহিনকুল, দা-কুমড়া, অহোরাত্র, দিগ্বিদিক, আঁট-সাঁট, দুধেভাতে, আজকাল, দোয়াত-কলম, আত্মীয়স্বজন, ধনদৌলত, আদ্যোপান্ত, নথিপত্র, আমরা, পথেঘাটে,

আয়ব্যয়, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, উত্তরোত্তর, বইপুস্তক, ওষ্ঠাধর, বনেবাদড়ে, কাগজ-কলম, ভরণপোষণ, কীটপতঙ্গ, মরাবাঁচা, কুশীলব, মায়েঝিয়ে, ক্রীড়াকৌতুক, রক্তমাংস, ক্ষুৎপিপাসা, রাজাউজির, খোরপোশ, লেনদেন, গঙ্গ-যমুনা-মেঘনা, শান্তশিষ্ট, গণ্যমান্য, শীতাতপ, গ্রাসাচ্ছাদন, সত্যাসত্য, ছেলেমেয়ে, সাত-সতের, জনমানব, সাপে-নেউলে, জলেস্থলে, সৈন্য-সামন্ত, টীকাভাষ্য, হতাহত, তোমরা, হাতে-পায়ে, তোরা, হিতাহিত, দম্পতি, হ্রাসবৃদ্ধি, অনাশ্রিত, নিরুদ্বেগ, অপয়া, নীলকণ্ঠ, অবিশ্বাস্য, নীলাম্বর, অল্পপ্রাণ, পাঁচগজি, অশীবিষ, পাপমতি, আয়তলোচন, বিপত্নীক, আশীবিষ, বিমনা, ঊনপাঁজুরে, বিশালাক্ষী, ঊর্ণনাভ, বীণাপাণি, একচোখা, বেওয়ারিশ, একরোখা, বেহায়া, কমবখত, মকরমুখো, কানাকানি, মন্দভাগ্য, কৃতবিদ্যা, মহাত্মা, কোলাকুলি, মৃগনয়না, ক্ষুরধারা, যুবজানি, খড়মপা, রক্তারক্তি, গজানন, রত্নগর্ভা, গভীরচিত্ত, লাঠালাঠি, গলাগলি, শতবার্ষিকী, গায়ে-হলুদ, শিক্ষক, গৃহস্থ, শ্বাপদ, চতুর্দশপদী, সজল, চতুষ্পদ, সতীর্থ, চন্দ্রচূড়, সদর্প, চোখাচোখি, সপরিবার, চৌচালা, সবান্ধব, টানাটানি, সবিনয়, তর্কাতর্কি, সলজ্জ, তিমিরকুন্তলা, সশস্ত্র, তেপায়া, সহৃদয়, তেভাগা, সহোদর, ত্রিভুজ, সাক্ষর, দশানন, সুশীল, দোটানা, সেতার, দোমন, হাতাহাতি, দ্বীপ, হাতেখড়ি, নদীমাতৃক, হাভাতে, নিরর্থক, হাসাহাসি, সংখ্যাতীত, ভাতরাঁধা, বিপদাপন্ন, মাছধরা, দুঃখপ্রাপ্ত, প্রাণবধ, জাতিগত, মাহারা, চরণাশ্রিত, দেশত্যাগ, বইপড়া, চিরস্থায়ী, নদীশাসন, চিরসুখী, আমকুড়ানো, চিরকুমার, বিদ্যাহীন, ক্ষুধার্ত, পাঁচকম, যুক্তিসঙ্গত, জ্ঞানশূন্য, ঢেকিছাঁটা, আগাছাপূর্ণ, ছায়াশীতল, পদদলিত, জনাকীর্ণ, প্রথাবদ্ধ, কণ্টকাকীর্ণ, বাকবিতণ্ডা, মধুমাখা, বাগদত্তা, শ্রমলব্ধ, রক্তাক্ত, গুণমুগ্ধ, শোকাকুল, চেষ্টালব্ধ, ভিক্ষালব্ধ, আইনসঙ্গত, মেঘলুপ্ত, মনগড়া, অন্নচিন্তা, গুরুভক্তি, চিড়িয়াখানা, ছাত্রাবাস, জয়ন্তী, তপোবন, ডাকমাশুল, দেবদত্ত, দেশপ্রেম, ফাঁসিকাষ্ঠ, বিয়েপাগল, বসতবাড়ি, মুক্তিযুদ্ধ, বিদ্যালয়, রান্নাঘর, মড়াকান্না, গণশিক্ষা, হজযাত্রা, আদ্যান্ত, মুখভ্রষ্ট, ঋণমুক্ত, মেঘমুক্ত, জন্মান্ধ, যুদ্ধবিরতি, দুগ্ধজাত, রোগমুক্ত, দেশপলাতক, লক্ষ্যভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট, লোকভয়, পদচ্যুতি, সত্যভ্রস্ট, প্রাণপ্রিয়, স্বর্গচ্যুত, বিলাতফেরত, অপরাহ্ণ, পাতাবাহার, অশ্বডিম্ব, পাষণস্তূপ, অশ্বপদ, পুষ্পসৌরভ, উপলখণ্ড, পুষ্পাঞ্জলি, কবিগুরু, বনস্পতি, কর্মকর্তা, বিদ্যাসাগর, কলঙ্করেখা, বিধিলিপি, খেয়াঘাট, রণ-তুর্য, খ্রিষ্টধর্ম, রাজদণ্ড, গণতন্ত্র, রাজধানী, গল্পপ্রেমিক, রাজনীতি, গৃহকর্ত্রী, রাজপথ, চা-বাগান, রাজপুত্র, ঝর্ণাধারা, রাজভয়, ধর্মসংস্কার, রাজহংস, নদীতীর, রাষ্ট্রপতি, নবীনবরণ, সন্ধ্যাপ্রদীপ, নীপবৃক্ষ, সূর্যালোক, পল্লিকবি, অকালবার্ধক্য, বাক্সবন্দী, অকালমৃত্যু, বিপদসঙ্কুল, অভূতপূর্ব, ভূতপূর্ব, কার্যক্রম, রণদক্ষ, গাছপাকা, রথারোহণ, গৃহপ্রবেশ, রাতকানা, চিন্তামগ্ন, রাতজাগা, বনবাস, সলিলসমাধি, বনভোজন, অকাতর, অনিষ্ট, অক্ষত, অনুচিত, অখ্যাত, অনেক, অনাচার, অপর্যাপ্ত, অনাশ্রিত, অফুরন্ত, অনাসক্ত, অবিশ্বাস্য, অনাহার, অমানুষ, অনাহূত, অসঙ্গত, অনিবার্য, অসত্য, অনির্বচনীয়, অনৈক্য, অরিন্দম, পকেটমার, ইন্দ্রজিৎ, পঙ্কজ, উদ্বাস্তু, প্রভাকর, কুম্ভকার, প্রশ্নকর্তা, খেচর, প্রিয়ংবদা, গায়েপড়া, বাজিকর, গৃহস্থ, বাস্তুহারা, গ্রন্থকার, বিস্ময়কর, ঘরছাড়া, বেতনভোগী, জলচর, মধুকর, জাদুকর, মৃত্যুঞ্জয়, তিমিরবিদারী, যাদুকর, দ্রুতগামী, সত্যবাদী, ধামাধরা, সমন্বয়ক, নিশাচর, সর্বনাশা, কলুরবলদ, ঢাকেরবাঁয়া, কলেরগান, বালিরবাঁধ, খেলারমাঠ, বুদ্ধিরঢেঁকি, গানেরআসর, সোনারতরী, ঘোড়ারডিম, সোনারপ্রতিমা, চোখেরবালি, সোনারবাংলা, টাকারকুমির, হাতেছড়ি, অলসতন্দ্রা, মরানদী, কদাচার, মহাকবি, কুকর্ম, মহাজন, ক্রীতদাস, মহানবি, গিন্নিমা, মহাপৃথিবী, গোলাপফুল, মিঠেকড়া, ছিন্নবস্ত্র, মৃদুমন্দ, নবপৃথিবী, রাঙামাটি,

নবযৌবন, লালগোলাপ, নবান্ন, শ্বেতপত্র, নরাধম, ষড়যন্ত্র, নীলপদ্ম, সজ্জন, প্রাণচঞ্চল, সৎলোক, বেগুনভাজা, মৃদুমন্দ, একাদশ, পলান্ন, আয়কর, পানাপুকুর, ঈগলপাখি, প্রাণভয়, ঊর্ণাজাল, ফৌজদারিআদালত, ঘরজামাই, বিরানব্বই, ছায়াতরু, মমতারস, জয়মুকুট, মৌমাছি, জীবনবিমা, রক্তনদী, জ্যোৎস্নারাত, শিক্ষামন্ত্রী, দ্বাদশ, সংবাদপত্র, ধর্মঘট, সিংহাসন, নাতজামাই, হাঁটুজল, কালঘুম, পরানপাখি, অলসতন্দ্রা, প্রাণপাখি, কালচক্র, প্রাণভোমরা, ক্ষুধানল, বিষাদসিন্ধ, জীবন-নদী, ভবনদী, জীবনপ্রদীপ, মনমাঝি, জীবনবারি, মোহনিদ্রা, দিলদরিয়া, যৌবনসূর্য, অরুণরাঙা, তুষারধবল, কচুকাটা, বকধার্মিক, কাজলকালো, বজ্রকঠোর, কুসুমকোমল, মিশকালো, গজমূর্খ, শশব্যস্ত, ওলকপি, বজ্রকণ্ঠ, করপল্লব, ব-দ্বীপ, চরণকমল, বাহুলতা, চাঁদমুখ, বীরকেশরী, দেহলতা, মনবিহঙ্গ, পদ্মআঁখি, মুখচন্দ্র, পুরুষসিংহ, সিংহপুরুষ, ফুলকুমারী। (৫০৫টি)

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

(জ) প্রত্যয়ের নামসহ নিচের শব্দগুলোর প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর:

অন্য, ঢাকনা, উক্ত, ঢালাই, উক্তি, ত্যাগ, উচিত, দর্পণ, উজান, দর্শক, উঠতি, দর্শন, উড়ো, দর্শনীয়, উৎরাই, দাতা, উপ্ত, দিশারী, কমতি, দুগ্ধ, করণীয়, দোলনা, করা, দ্রষ্টব্য, কর্তব্য, ধর্ম, কর্তা, ধুনারি, কান্না, নয়ন, কারক, নশ্বর, কার্য, নাচা, কীর্তি, নায়ক, ক্রেতা, নিড়ানি, খাওয়ানো, নেতা, খেকো, পড়ন্ত, খেচর, পড়ুয়া, খেলনা, পরিত্যাগ, খ্যাতি, পরিশ্রমী, গণনা, পাওনা, গতি, পাক, গন্তব্য, পাচক, গাইয়ে, পাঠক, ঘাটতি, পানীয়, ঘাতক, পৃথিবী, চলন্ত, প্রগতি, চলিষ্ণু, প্রচলিত, চেনা, প্রসূতি, ছুটি, ফেরত, জয়, বক্তব্য, জয়ী, বক্তা, জ্যান্ত, বধ, ঝরনা, বরণীয়, ঠকা, বর্তমান, বসত, সেলাই, বহতা, স্মরণ, বাজনা, স্মরণীয়, বাড়তি, স্মর্তব্য, বিদিত, স্মারক, বিদ্যুৎ, হত্যা, বিধাতা, হাঁচি, বিনয়, হাসি, বৃষ্টি, অনুরাগী, বৈঠক, অন্তিম, ভক্ত, আঁজলা, ভক্তি, আগ্নেয়, ভয়, আঙ্গিক, ভাবুক, আত্মজা, ভাস্কর, আদ্য, মানত, আধুনিক, মিশুক, আধুলি, মুক্ত, আর্থিক, মুক্তি, আষাঢ়ে, মুগ্ধ, ইচ্ছুক, মোড়ক, ইতরামি, যাচাই, ঐচ্ছিক, যোদ্ধা, ঐতিহাসিক, রাঁধুনি, ঐহিক, রাখাল, ঔপন্যাসিক, রূঢ়, কলমদানি, রোদন, কাঁদুনে, লিখিত, কাঠুরে, লেখক, কাণ্ডারি, শয়ন, কাব্য, শান্তি, কায়িক, শোচনীয়, কালিমা, শোনা, কুঠিয়াল, শোষক, কৌশল, শোষণ, কৌশিক, শ্রবণ, খুকু, সঞ্চয়, খোদাই, সম্রাট, গাছটি, সহিষ্ণু, গাড়োয়ান, সিংহ, গেঁয়ো, সুলভ, গেছো, সূর্য, গোয়ালা, সৃষ্টি, গৌরব, গ্রাম্যতা, পাথুরে, ঘরামি, পানতা, ঘোলাটে, পানসে, ঘোষাল, পান্তা, চতুরালী, পার্থিব, চাকা, পার্বত্য, চাপল্য, পিতৃব্য, চিরুনি, পূজারি, ছেলে, প্রাচুর্য, ছেলেমি, প্রাত্যহিক, জনক, প্রেম, জবানবন্দি, ফলন্ত, জমান, ফুলেল, জেলে, বখাটে, টেকো, বড়াই, ডিঙা, বন্দিনী, ঢাকাই, বাগিচা, ঢাকেশ্বরী, বাঙালি, তনিমা, বাঙ্ময়, তন্বী, বাদলা, তবলচি, বান্ধব, তেতো, বার্ষিক, দাঁতাল, বুদ্ধিমান, দাপট, বুনো, দারোয়ান, বেঈমান, দিব্য, বেলে, দীঘল, বৈদিক, দুঃখিত, বৈশাখী, দেশীয়, বৈষয়িক, দৈত্য, বৈষ্ণব, দৈনিক, বোনাই, দ্বৈপায়ন, ভেতো, দ্রাঘিমা,

ভৌতিক, ধনবান, মধুর, ধার্মিক, মন্ত্রী, নকলনবিশ, মহত্ত্ব, নজরানা, মহিমা, নতুনত্ব, মাধুর্য, নন্দাই, মাধ্যমিক, নবীন, মানব, নাটুকে, মানবিক, নীলিমা, মালাই, নোনা, নেয়ে, মিঠাই, নোনতা, মিতালি, মিথ্যুক, মেয়ে, রোগাটে, মোঘলাই, লঘিষ্ট, মৌখিক, লজ্জিত, যৌগিক, লাজুক, রাঘব, লালচে, রাবণি, লালিমা, রোগা, লেঠেল, লোনা, সাহিত্য, লৌকিক, সাহিত্যিক, শহুরে, সৈনিক, শারীরিক, সৈন্য, শিক্ষানবিস, সোনালি, শীতল, সৌন্দর্য, শৈব, স্বপ্নিল, শৈল্পিক, স্বাতন্ত্র্য, শৈশব, হল্দে, সওদাগর, হাঁপানি, সন্ন্যাসী, হাতল, সাঁতারু, হাতান, সাংবাদিক, হাতানো, সাপুড়ে, হাতুড়ে, সামরিক, হিংসুক, সামাজিক, হিমেল, সামুদ্রিক।

শব্দের গঠন, শ্রেণিবিভাগ, উপসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় এবং সমাস থেকে ২টি প্রশ্ন থাকবে। এখান থেকে সমাস কিংবা প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয়ের উত্তর করাই উত্তম।

৫। বাক্যতত্ত্ব:

(ক) গঠন অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার বাক্যের পরিচয় দাও।

(দিবো-১৯, ঢাবো- ২৫, ১৯, ১৭,১৪,০৫,০৩, ববো-১৭,১২, সিবো-২৩,২৫, ববো-২৩, কুবো-২৫)

অথবা, বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

(মবো-২৩, দিবো-২৩)

অথবা, গঠনরীতির আলোকে বাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা কর। (কুবো-২৩)

(খ) বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ লেখ।

(রাবো-১৯, ২৩, ২৪ সিবো-১৯, মবো-২৪, ২৫, ববো-২৪, ২৫, চবো-২৪ ২৫, কুবো-২৪)

(গ) অর্থ অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকার বাক্যের পরিচয় দাও।

(ববো-১৯, চবো-১৯, ঢাবি-২৪, যবো-২৪, ২৫, রাবো-২৫, দিবো-২৫)

অথবা, অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

(ঢাবো, যবো-২৩)

(ঘ) প্রদত্ত বাক্যগুলো নির্দেশ অনুযায়ী রূপান্তর করঃ

সরল বাক্য থেকে মিশ্র বা জটিল বাক্য	
দরিদ্রকে দান কর।	অসুস্থ হলেই তিনি ডাক্তার ডাকেন।
গুণবান ব্যক্তি বিনয়ী হয়।	আপনি গেলে আর ভাবনা কি?
ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।	দুর্নীতিবাজের মনে সুখ থাকে না।
তিনি ধনী হলেও অসাধু নন।	নদী তীরে বসলেই কুল কুল ধ্বনি শুনি।
দরিদ্র হলেও তিনি উদার।	পরিশ্রম করলেই পরীক্ষায় সফল হবে।
দরিদ্র হলেও তিনি সুখী।	মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না।
সত্যবাদীকে সকলেই ভালবাসে।	
মিশ্র বা জটিল বাক্য থেকে সরল বাক্য	
যদি পরিশ্রম না কর, তবে পাসের আশা বৃথা।	যিনি জ্ঞানী, তিনিই সত্যিকার ধনী।
যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।	যে ব্যক্তি ধার্মিক তিনি নির্ভয়ে থাকতে পারেন।
যারা ধার্মিক, তারা সুখী।	যে মিথ্যা বাদী তাকে কেউ বিশ্বাস করে না।
যারা নির্বোধ তারা এ কথা বিশ্বাস করবে।	
সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য	
আমি বহু কষ্টে অর্থ উপার্জন করেছি।	দশ মিনিট পর ট্রেন এলো।
কম বয়সের জন্য তোমাকে ক্ষমা করলাম।	দোষ করায় তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।
তিনি আর বেঁচে নেই।	সত্য কথা না বলে বিশ্বাস হারা হয়েছি।
তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না।	সন্ধ্যাবেলায় আমরা বাড়ি ফিরলাম
দরিদ্র হলেও লোকটি সৎ।	
যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্য	
আমরা মাঠে গেলাম এবং খেলতে লাগলাম।	লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অশিষ্ট নয়।
আমার কথায় বিশ্বাস কর, তোমার মঙ্গল হবে।	লোকটির বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না।	লোভ পরিত্যাগ কর, তুমি সুখে থাকবে।
পড়াশুনা কর তবে জীবনে উন্নতি করতে	সত্য কথা স্বীকার কর নতুবা শাস্তি পাবে।

পাবে।	
মিশ্র বা জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য	
যখন বিপদ আসে তখন দুঃখও আসে।	যেটা আমি দেখেছি সেটা অবিশ্বাস করব না।
যদি পরিশ্রম কর, তবে ফল পাবে।	যেহেতু এটা তার কাজ সেহেতু আমি হস্তক্ষেপ করব না।
যদিও তিনি ধনী তথাপি তিনি অসুখী।	লোকে যা বলে তাতে কান দিও না।
যৌগিক বাক্য থেকে মিশ্র বা জটিল বাক্য	
পড়াশুনা কর নচেৎ ভবিষ্যৎ অন্ধকার।	তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন না।
চরিত্র অমূল্য সম্পদ, কিন্তু অনেকেই চরিত্রহীন।	দোষ করেছ অতএব শাস্তি পাবে।
ছেলেটির বয়স অল্প কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান।	সাধনা কর, সিদ্ধিলাভ হবে।
তাঁর ধন আছে কিন্তু মান নেই।	সে দরিদ্র বটে কিন্তু সত্যবাদী।
অস্তিবাচক বাক্য থেকে নেতিবাচক বাক্য	
আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ।	পৃথিবী অস্থায়ী ।
আমাকে যেতে হবে।	প্রকৃত সৎ লোকের খুবই অভাব।
খাদ্যে ভেজাল দেওয়াই সবচেয়ে জাতীয়তা বিরোধী অপকর্ম।	প্রতিভা যে দেবপ্রদত্ত এ কথা আংশিক সত্য।
তাসনীমের স্বাস্থ্য ভাল।	ভাগ্যে এমন নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে।
দরিদ্র সেবাই শ্রেষ্ট ধর্ম।	লোকটি সত্যবাদী।
নেতিবাচক বাক্য থেকে অস্তিবাচক বাক্য	
আমি মিথ্যা বলিনি।	কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে বলা হল না।
এখানে আমি অনেক দিন আসিনি।	তুমি ছাড়া কেউ চুরি করেনি।
এটি অপেক্ষা সুন্দর বস্তু আর নেই।	তোমার এরূপ ব্যবহার উচিত হয়নি।
এমন কথা সে মুখে আনিতে পারিত না।	যে জাতির অতীত নেই, তার ভবিষ্যৎও নেই।
এমন কোন লোক নেই যিনি দেশকে ভালবাসেন না।	
নির্দেশক বাক্য থেকে প্রশ্নবোধক বাক্য	
অন্যায়ের দ্বারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয় না।	টাকায় সবই হয়।

আমি তখন জাগ্রত ছিলাম।	নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করেছে।
আমি তোমাকে এ কথা বলিনি।	পরিণামে ধর্মের জয়।
কাজেই আর উপায় নেই।	মহাত্মা গান্ধী অহিংসার পূজারী ছিলেন।
ছাত্রজীবনে অধ্যায়নই তপস্যা	স্যারদের ভ্রম হয়।
প্রশ্নবোধক বাক্য থেকে নির্দেশক বাক্য	
আপনি কি এ রকম কথা বলেননি?	কে জানে সে কবে আসবে?
আমরা পতঙ্গ না তো কি?	জননী ও জন্মভূমি কি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় নয়?
আমার বাস কি কেবল বাংলাদেশেই?	জাতি গঠনের কাজ কি সমাপ্ত হয়েছে?
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কি মহাপুরুষ নন?	ফুল কে-না ভালবাসে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে?	ভুল কার না হয়?
ইচ্ছাসূচক বাক্য থেকে নির্দেশক বাক্য	
আলম, তুমি দীর্ঘজীবী হও।	জীবনে শান্তি লাভ কর।
আল্লাহ তোমার ভাল করুন।	নতুন ধানে হোক নবান্ন।
আল্লাহ সকলের মঙ্গল করুন।	সৎ পথে তার মৃত্যু হোক।
জয় হোক বাংলাদেশের জয়।	সুখী হও।
অনুজ্ঞাসূচক বাক্য থেকে নির্দেশক বাক্য	
এই স্থান ত্যাগ কর।	তুমি সেখানে যাও।
এখনই এখান থেকে যাও।	দুর্জনকে দূরে রাখিও।
গুরুজনদের মান্য করিও।	বিপদে ধৈর্য ধর।
চুপ কর।	মন দিয়ে লেখাপড়া করিও।
তুমি আজ বিদ্যালয়ে যাও।	সদুপায়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করো।
নির্দেশক বাক্য থেকে বিস্ময়সূচক বাক্য	
এ তো ভয়ানক দুঃখের কথা।	দৃশ্যটি বড় চমৎকার।
এই জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী কত অমায়িক ছিলেন।	নিতুর গানের গলা খুব মিষ্টি।
গলাটি অতি চমৎকার।	পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের দৃশ্যগুলো বড় অপূর্ব।
ত্যাগের এ মহিমা অপূর্ব	যা দেখলাম তা ভুলবার নয়।

দৃশ্যটি বড় করুণ।	সেই বাঁশির সুর ভারি মিষ্টি।
বিস্ময়সূচক বাক্য থেকে নির্দেশক বাক্য	
আজ কী আনন্দ!	কী সুন্দর রং!
আহা! কী মিষ্টি গলা।	ত্যাগের কী অপূর্ব মহিমা!
আহা! ছেলেবেলায় যদি ফিরে যেতে পারতাম।	সে রাত্রি কী ভয়ানক!
কী সুন্দর খেলা!	সেই বাড়িটি কী অপূর্ব !
কী সুন্দর দৃশ্য!	
নেতিবাচক থেকে প্রশ্নবাচক	
এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না।	তারা বাধা দিলেও কিছু করার নেই।
এতে দোষ নেই।	তাহারা পাষাণ নয়।
তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।	মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না।
প্রশ্নবোধক বাক্য থেকে অস্তিবাচক বাক্য	
খাঁচার মধ্যে থেকেই পাখি কি গান গায় না?	যার মনে প্রত্যয় জন্মে না সে কি আপত্তি জানাবে না?
চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না?	সেটা কি আমাদের মত সঙ্কুচিত বিস্ফোরিত হয় না?
পরোপকার কি সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই ধর্ম নয়?	

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ থেকে একটি প্রশ্ন থাকবে এবং আটটি বাক্য দেওয়া থাকবে, যা নির্দেশ অনুযায়ী (৫টি) রূপান্তর করতে হবে। প্রশ্নের পরিবর্তে বাক্য রূপান্তর করা উত্তম।

৬। বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ:

(ক) নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লেখ:

বাক্যের ভুল প্রয়োগ

আমরা প্রতিপালন হচ্ছি।	তোমার যুক্তি খণ্ডন হয়েছে।
আমাকে দেখে সে আশ্চর্য হয়েছে।	বস তোমার প্রতি ক্রোধ হয়েছেন।
আমাদের আচরণে তারা সন্তোষ হলো।	বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।
আমার কথা প্রমাণ হয়েছে।	সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে।
আমার কথা শুনে সে বিস্ময় হয়েছে।	সূর্য উদয় হয়েছে।
গৌরব লোপ পেয়েছে।	সে চমৎকার হয়েছে।
ঘটনা বর্ণনা হয়েছে।	সেখানে গেলে তুমি অপমান হবে।

বহুবচনের বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ

অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।	সকল দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।
নূতন নূতন ছেলেগুলো বড় উৎপাত করিতেছে।	সভায় অনেক ছাত্রগণ এসেছিল।
যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ এই বসুন্ধরার বাসিন্দা।	সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।
সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।	

সাধু ও চলিতরীতিজনিত অপপ্রয়োগ

তাকে কলেজে যাইতে হইবে।	তাহার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
তারা শ্মশানে শব পোড়াচ্ছে।	তাহারা বাড়ি যাচ্ছে।
তাসনীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হইলেন।	তাহারা যেন সবাই ভুল করিবার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

লৈঙ্গিক অপপ্রয়োগ

আজ করিম সাহেবের জ্যেষ্ঠ কন্যার বিয়ে।	বর্তমানে বিদ্বান নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
আজ তার কনিষ্ঠ বোনের বাগদান অনুষ্ঠান	মন্ত্রী মহাশয় পাপিষ্ঠ চাকরানিকে শাস্তি দিলেন।
এই মহান নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।	রাহেলা এই বাড়ির কর্তা।
কিশোর বালিকা কাতর অভিমানে ভেঙে পড়ল।	লটারি জিতেছেন এই ভাগ্যবান নারী।
তাসনিমের মতো বুদ্ধিমান বালিকা এ অঞ্চলে নেই।	সেই সাধক নারীর কথা কে না জানে।

বাগধারা ও প্রবাদ প্রবচন জনিত অপপ্রয়োগ

অনেক হয়েছে, গৃহস্থের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।	নিজের চরকায় মোবিল দাও, অন্যের কথা ভাবতে হবে না।
আমি বসে আছি, যদি ময়লা ফেলতে ভাঙা কুলোর	পরীক্ষা এলে অনেকেই চোখে হলুদ ফুল

ডাক পড়ে।	দেখে।
ও তো ঢোলের বাঁয়া, সঙ্গে থাকাও যা না থাকাও তা।	মাখনের পুতুলটা কি তোমাদের সঙ্গে অতদূর যেতে পারবে?
ওরা এক ঝাঁকের মাছ তো, তাই চালচলনও একরকম।	মাস্টার সাহেব কারো সাতেও নেই সতেরোতেও নেই।
চোরটা যেন মাগুর মাছের প্রাণ; দু-চার ঘায়ে কিছু হবে না।	যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা চালতা।
তার খোদার উপর কারসাজি করার অভ্যাস গেল না।	সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।
দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	

বিশেষণের আধিক্যজনিত অপপ্রয়োগ

আবশ্যকীয় বিষয়ে কার্পণ্য ভালো নয়।	তোমরা একত্রিত গমন করো।
খবরটি শুনে আমি উদ্বেলিত হয়েছি।	দেশের উন্নয়নে আমরা সবাই সচেষ্টিত হবো।
তার আকুলিত আবেদন আমাকে মুগ্ধ করেছে।	প্রফুল্লিত চিত্তে সে কথাটি বলল।
তার সকরুণ আবেদনে আমার মন গলে গেল।	বাংলাদেশ এখন আনন্দে মুখরিত।
তার সকাতর আবেদনে আমার মন গলে গেল।	সকৃতজ্ঞ চিত্তে সে আমার দিকে তাকালো।
তার সচিত্রিত প্রতিবেদন আমাদের মুগ্ধ করেছে।	সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করবে।
তার সলজ্জিত ভঙ্গি সবাইকে মুগ্ধ করেছে।	সবিনয়পূর্বক বিষয়টি জানতে চাই।

বিশেষণ প্রয়োগে সচেতনতাজনিত অপপ্রয়োগ

অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভালো নয়।	প্রধান শিক্ষকের পরিবারটি এ এলাকার সম্ভ্রান্তশালী পরিবার।
আপনার সঙ্গে গোপন পরামর্শ আছে।	বান্দরবন পার্বতীয় এলাকা।
আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।	সমৃদ্ধমান পরিবারে তার জন্ম।
আমাদের দেশ উন্নতশীল দেশ।	সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
নীরোগী লোক প্রকৃত সুখী।	সে যে ধরণের আচরণ করেছে তা কথিতব্য নয়।
পুলিশ অপরাধী সম্পর্কে নিঃসন্ধিহান।	

বিশেষ্যের স্থলে বিশেষণজনিত অপপ্রয়োগ

ইহার আবশ্যক নাই।	দুর্বলবশত তিনি আসতে পারেননি।
তিনি উদ্ধতপূর্ণ আচরণ করছেন।	সদাসর্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনীয়।

বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ

আকণ্ঠপর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।	তার দুচোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।
আপনার তথ্য গ্রাহ্যযোগ্য নয়।	বিদেশি অতিথিদের সুস্বাগত জানানো হলো।
আমাদের দেশ এক সময় ব্রিটিশদের অধীনস্থ ছিল।	বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি।

আলোচ্যমান অংশটুকু রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে নেওয়া।	বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
ইদানিংকালে ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা হচ্ছে।	ব্যাপারটা আমার আয়ত্তাধীন নয়।
কেবলমাত্র দুর্নীতিই এ সংকটের জন্য দায়ী।	শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।
চোরটি বমালসুদ্ধ ধরা পড়েছে।	সবিনয়পূর্বক নিবেদন জানাই।
ছেলেটি দারুণ সুবুদ্ধিমান।	সশঙ্কিতচিত্তে সে কথাটা বলল।
তৎকালীন সময়ে সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হয়।	হীন চরিত্রবান লোক পশুরও অধম।

সমাস-ঘটিত অপপ্রয়োগ

অহর্নিশি দেশের কথাই ভাবি।	নির্দোষী মানুষ যেন সাজা না পায়।
তার মতো নিরহঙ্কারী মানুষ এই সমাজে নেই।	নীরোগী মানুষ দেশের সম্পদ।
ধনী-নির্ধনী সবাই এই সুযোগ পাবে।	ভ্রাতাবৃন্দ আপনাদের আগমনে আমি আজ পুলকিত।
নিরপরাধী হয়েও করিম সাজা পেল।	মাতাজাতিকে সবার সম্মান করা উচিত।
নির্গুণী মানুষ মানুষের সম্মান পায় না।	মাহিমামণ্ডিত এই জয় সমস্ত জাতিকে সম্মানিত করেছে।
নির্জ্ঞানী ব্যক্তি মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না।	

প্রত্যয়ঘটিত অপপ্রয়োগ

অসহ্যনীয় যন্ত্রণায় সে কষ্ট পাচ্ছে।	পরীক্ষার হলে পরস্পর কথা বলা দোষণীয় বিষয়।
এই সিদ্ধান্তে আমরা ঐক্যমত হতে পেরেছি।	বই কেনার বিষয়ে আমার কোনো কার্পণ্যতা নেই।
চিন্তার দৈন্যতা জাতিকে গ্রাস করেছে।	বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া উচিত নয়।
তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছে।	বিবাদমান দুই পক্ষই সন্ধি করতে রাজি হয়েছে।
তার আচরণে সৌজন্যতা প্রকাশ পেয়েছে।	ভালো-মন্দের স্বাতন্ত্রতা সে বুঝতে পারে না।
তার গানের সুরে আমি মুহ্যমান হয়ে আছি।	মিরাজের বোলিং-এ বৈচিত্র আছে।
তার সুরের মাধুরিমা সবাইকে মুগ্ধ করেছে।	লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে দেশের মানুষ আজ সুন্দর স্বপ্ন দেখছে।
তিনি আমাদের সবার কাছে মান্যনীয় ব্যক্তি।	

যথাযথ শব্দ ব্যবহার না করার অপপ্রয়োগ

অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নির্বার।	এত পরিশ্রম আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।
অসুস্থবশত সে কলেজে আসতে পারে নি।	কুপুরুষের মতো কথা বলো না।
আগত রবিবারে তারা যাবে ।	ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।

আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	তাহার সাংঘাতিক আনন্দ হইল।
আমরা চাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রকরণ করতে।	তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন।
আমার সাবকাশ নাই।	তিনি স্বস্ত্রীক রংপুরে থাকেন।
আসামির অনুপস্থিতে বিচার চলছে।	পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণীয়মান।
এই ফুলের রক্তিমতা চোখে পড়ার মতো।	বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।
এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা।	

(খ) নিচের অনুচ্ছেদগুলো শুদ্ধ করে লেখ:

প্রশ্ন -১ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

অফিস চলাকালীন সময়ে রাহাত সাহেব বাসায় ফিরে এলেন। তিনি খুবই সুবিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁকে দেখে তাঁর স্ত্রী বিস্ময়ে হতবাক হলেন। রাহাত সাহেব বসায় ফিরেই আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন করলেন । স্ত্রীর কোনো কথায় জবাব না দিয়ে পোশাক বদল করে আবারও বেরিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী নিঃসন্দিহান যে, তাঁর কোনো বিপদ ঘটেনি।

প্রশ্ন -২ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

একটি লজ্জাস্কর ব্যাপর। সশঙ্কিত চিত্তে সে বলিল। আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগি। বানান শুদ্ধ করে লেখার জন্য তারা ত সচেষ্টিত নয়, বরং অবস্থা দেখে মনে হয় তাহারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগীতায় নেমেছে।

প্রশ্ন -৩ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

শুধুমাত্র তোমার কথায় আমি রাজি হয়েছি। সূর্য পূর্বদিকে উদয় হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অনেকে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। আজ সভায় অনেক সিদ্ধান্ত হয়েছে। সদা সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

প্রশ্ন -৪ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

ক্লাস চলাকালীন সময়ে কনক ফিরে আসল। সে সুবুদ্ধিমান নয়। তার এভাবে ভীত হওয়া আবশ্যকীয় নয়। ক্লাসের নতুন নতুন ছেলেগুলো উৎপাত করছে। এ কথা শুনে কনকের মা বিষ্মিত হয়েছেন। তবে কনক নিঃসন্দিহান যে, তারা তাকে কিছুই করতে পারবে না।

প্রশ্ন -৫ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

শহরের বাজারে তরিতরকারী ফলমূলের দাম উচ্চ চড়া। গাঁ থেকে টাকায় কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। নিজের একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূরে যেতে, আসা যাওয়া একার দ্বারা হবে না তার। পিসি সম্মত হয়েছিল।

প্রশ্ন -৬: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

মিলিটারিরা এখন যাবতীয় সকল গাড়ি থামাচ্ছে। গাড়ির সব প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় রাস্তার ধারে। অন্য আরেক দল মিলিটারি স্টেনগান তাক কেরেরিয়ে রেখেছে এই মানুষদের সাড়ির ওপর। অন্য একটি দল ফের ওই সব লোকের জামাকাপড় ও শরীরের গোপন জয়গা তল্লাসি করে। মিলিটারি যাদের পছন্দ করছে তাদের ধরে ঠেলে দিচ্ছে পেছেনে দাঁড়ানো একটা লরির দিকে।

প্রশ্ন -৭: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আফসানা বিদ্বান, দেখতেও সুন্দর। তার মতো বুদ্ধিমান তরুণী এই তল্লাটে নেই। কিন্তু তার কনিষ্ঠ বোন তার মতো সুবুদ্ধিমতি নয়। তাদের মা মারা যাওয়াতে তারা এখন চোখে হলুদ ফুল দেখছে।

প্রশ্ন -৮: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

সত্য পথে থাকলে দারিদ্র আসবে। কিন্তু দারিদ্র কখনো ব্যক্তিত্বকে আঘাত করতে পারে না। ব্যক্তিত্ববান মানুষকে সকলে সম্মান করে। অপরদিকে তুমি যদি বিত্তবান হয়েও ব্যক্তিত্ববান হতে না পার তাহলে তোমাকে সবাই ঘৃণা প্রকাশ করবে।

প্রশ্ন -৯: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আমাদের ক্লাসের রতন সূর্যগ্রহনের কারন পরিস্কারভাবে বলতে না পারায় পুরষ্কারটা হারাইল। অথচ দ্বাদশ শ্রেণিতে তেত্রিশ জন ছাত্র আছে, তার মধ্যে রতন সবচেয়ে ভালো। গতকালের এই অনুষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিল। আজকের অনুষ্ঠানে আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

প্রশ্ন -১০: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

জীবনে স্বার্থকতা লাভের জন্য পাঠে মনোযোগি হওয়া জরুরী। মনিষিদের জীবনি পাঠ করিলে, বিদ্যান ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসিলে জীবনে সফল হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন -১১: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

উন্নতশীল বাংলাদেশের এক অসহায় কৃষক রমজান। দারিদ্রতা তার নিত্য সঙ্গী। অহোরাত্রি পরিশ্রম করেও অধীনস্থ সকল সদস্যবৃন্দের মুখে খাদ্য তুলে দিতে সে অক্ষম।

প্রশ্ন -১২: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আহাদ জরিনার ভাতুস্পুত্র। তার বাহু দুটি আজানু পর্যন্ত লম্বিত। গতকাল সড়ক দূর্ঘটনায় আহত হয় সে। উন্নত চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রুসার জন্য সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে হাসপাতালের এক ডাক্তার তাকে অনেক সুপরামর্শ দেন।

প্রশ্ন -১৩: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

বাল্মিকি রামায়ণই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। যে সকল লোকসমূহ এ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে তাহারা ছাড়াও অনেক অশিক্ষিত জনগণ এর কাহিনি জানেন বা শোনেছেন। বিদ্যাদেবী স্বরস্বতীর শুভাশীষে ইদানিংকালে অনেক ছাত্রছাত্রীরাই এ গ্রন্থের কাহিনি সম্পর্কে কিছুট ধারণা লাভ করে থাকে। ফলে শুধুমাত্র সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নয়, পৌরনিক বিষয় জানার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পারদর্শীতার পরিচয় দিচ্ছে।

প্রশ্ন -১৪: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

রাহেলা দেখতে খুব সুন্দরী, বুদ্ধিতেও প্রখর। সে আজ সংকট অবস্থা পার করছে। কেননা পরিবারে ঐক্যতা নেই। বিশেষ করে স্বামীর আচরণ লজ্জাস্কর হয়ে উঠল। লোকটা কুপুরুষের মতো কথা বলছে।

প্রশ্ন -১৫: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলে পাড়া। চারদিকে ফাঁকা জায়গার শেষ নাই, কিন্তু জেলে পাড়ার বাড়িগুলো গায়ে গায়ে ঘেষিয়া জমাট বেধে আছে। প্রথম দেখলে মনে হয়, এই বুঝি তাহাদের অনাবশ্যিক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দারিদ্র মানুষগুলো নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তাহার পর ভাবিয়া দেখলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়, স্থানের অভাব এ জগতে নেই, তবু মস্তক গুঁজিবার ঠাই এদের ওইটুকুই।

প্রশ্ন -১৬: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

দেশে বানান ভুলের মহড়া চলছে। দূরাবস্থা এমনই যে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়েও উদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ ইংরেজী বানানে দূর্বল হলে আমরা তাকে ইংরেজীতে দক্ষ মনে করি না

অথচ বাংলা বানান না জানাটাই যেন স্বাভাবিক। ইংরেজী হোক, বাংলা হোক শুদ্ধ বানানে লেখতে পারা ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

প্রশ্ন -১৭: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

কর্মমূখী শিক্ষার নিজস্ব বৈশিষ্ঠ্য রয়েছে। এই শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ঠ্য হইতেছে এটা গ্রহণ করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অত ব্যাপক সময়ের প্রয়োজনীয়তা হয় না। অর্থাৎ সীমীত সময়ের মধ্যে সীমীত অর্থ ব্যায়ে এই শিক্ষা অর্জন সম্ভব। এই শিক্ষা গ্রহণে বয়সের কোনো বাধাধরা নিয়ম নাই। এই শিক্ষা স্কুল কলেজের ছেলে হইতে শুরু করে প্রৌড় ব্যক্তি পর্যন্ত লইতে পারেন এবং এই শিক্ষা নারী পুরুষ যে কেউ লইতে পারেন।

প্রশ্ন-১৮: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

এখন হেমন্তকাল, মুষলধারে মেঘ হচ্ছে। আজ ক্লাসে যেতে হবে না তাই বাবুল আনন্দ চিত্তে কাথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। বাবুলের মা চিতই পিঠা বানিয়ে তাহাকে খেতে ডাকলেন।

প্রশ্ন-১৯: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা সূফলা শষ্য শ্যামল তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছেন ধান তার বসুন্ধারা যার। তাই তো অভাগা চাষাবৃন্দ কে? সে কেবল মাত্র ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরবে হাল বহন করিবে আর পাট উৎপন্ন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে মোরাই ভরা ধান ছিল গোয়াল ভরা গরু ছিল উঠান ভরা মুরগি ছিল একথার অর্থ কি?

প্রশ্ন-২০: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

বিদ্বাজনেরা সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয়। সৌহার্দতা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা সশঙ্কিত। তবুও নিরাশায় ডুবে থাকলে চলবে না । এক্ষেত্রে যে কোনো শুভ উদযোগকে জানাই সুস্বাগত।

প্রশ্ন-২১: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

রাত জেগে ফেসবুক দেখে অনেক ছাত্ররা নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে। এতে তারা যেমন মানসিক দৌর্বল্যতায় ভুগছে তেমনি পড়াশুনায় হচ্ছে অমনোযোগী। তাছাড়া আবশ্যকীয় প্রস্তুতির অভাবে কাক্সিক্ষত ফলাফল অর্জন করতে না পেরে অনেকে চোখে সর্ষে পুষ্প দেখে।

প্রশ্ন-২২: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

সেদিন স্যার রাগিয়া বললেন, তোমরা এস. এস. সি. পাস করিলে কিভাবে? মনিষি, সমিচীন, লবন, আকাংখা, শান্তনা বিদ্যান, সংস্কৃতিবান ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল করছ। এ জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

প্রশ্ন-২৩: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধতম করে লেখার ব্যাপারে তাহারা তো সচেষ্টিত নয়ই, বরং অবস্থাদৃষ্টিতে মনে হয় তাহারা যেন সর্বদাই ভুল করার প্রতিযোগীতায় অবতির্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন-২৪: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

ইদানীংকালে ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে।

প্রশ্ন -২৫: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে গিতাঞ্জলী কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভুশিত হন। তার পুরুস্কারপ্রাপ্তিতে ছিদ্রাম্বেশিরা যে খুব খুশি হয়েছিলেন তা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথকে কেউ কেউ ছোটো করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল।

প্রশ্ন-২৬: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। জীবনে স্বার্থকতা লাভ করতে হইলে পাঠে মনোযোগি হইতে হবে। দূরাবস্থা আকাক্ক্ষার অন্তরায়। দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার।

প্রশ্ন-২৭: নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

ভূলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করিয়াছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা শিকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা না করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গো বজায় রাখবার জন্য ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুণ সেই দিনই নিভে যাবে।

প্রশ্ন -২৮ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগি। বানান শুদ্ধতম করে লিখার ব্যাপারে তাহারাত সচেষ্টিত নহেই, বরং অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হয়, তাহারা যেন ভুল করিবার

প্রতিযোগীতায় অবতির্ন হইয়াছে। এ যথার্থ লজ্জাস্কর ব্যাপার। সুতরাং বিদ্যান হবার জন্য চেষ্টা কর।

প্রশ্ন -২৯ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

জাহিন ও মাহিন পড়াশুনায় ভীষণ ভালো। তাদের মধ্যে খুব সখ্যতা গড়ে উঠেছে। কলেজ থেকে দু'জনকে সমুচিত পুরষ্কার দেয়া হবে। রহিম দীর্ঘদিন শিরোপীড়ায় ভুগছে। করিম তার সেবা শশ্রূসা করছে।

প্রশ্ন -৩০ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

তরু সুবুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু সংসারের দৈন্যতায় পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছে না। উদয়াস্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করে। তবু দারিদ্র্যতা দূর হয় না। আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন সে কখনও করতে পারেনি।

প্রশ্ন -৩১ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

বৃষ্টি চলাকালীন সময়ে তপু ফিরে এল। সে খুবই সুবুদ্ধিমান। তার আপাদমস্তক পর্যন্ত ভেজা। পোশাক পাল্টানো আবশ্যকীয়। কিন্তু প্রথমেই সে আকণ্ঠ ভোজন করিল। তা দেখে তপুর মা বিষ্মিত হলো। তবে তপু নিঃসন্দিহান যে, তার অসুখ হবে না।

প্রশ্ন -৩২ : নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:

এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার কখনো দেখি নাই। ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিয়েছে। ওর বাবা-মায়ের আর বাঁচার স্বাদ নেই। তারা খুবই অপমান হয়েছেন। সবাই ওকে সচ্চরিত্রবান মনে করত।

বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ থেকে একটি অনুচ্ছেদ এবং আটটি অশুদ্ধ বাক্য থাকবে। এখানে অনুচ্ছেদের পরিবর্তে বাক্য শুদ্ধীকরণ উত্তর করা ভালো হবে।

খ বিভাগ (নির্মিতি অংশ)

মানবণ্টন

নির্মিতি : ৭০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
পারিভাষিক শব্দ **অথবা** অনুবাদ (১৫টি পারিভাষিক শব্দ থাকবে ১০টি দিতে হবে **অথবা** ১টি অনুবাদ দিতে হবে)	১০
দিনলিপি লিখন/ প্রতিবেদন রচনা **অথবা** ভাষণ/অভিজ্ঞতা বর্ণনা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টি দিতে হবে)	১০
আবেদন পত্র **অথবা** বৈদ্যুতিন চিঠি/ক্ষুদে বর্তা (দুটি প্রশ্ন থাকবে একটি দিতে হবে)	১০
ভাবসম্প্রসারণ **অথবা** সারাংশ /সারমর্ম (দুটি প্রশ্ন থাকবে একটি দিতে হবে)	১০
সংলাপ **অথবা** খুদে গল্প রচনা (দুটি প্রশ্ন থাকবে একটি দিতে হবে)	১০
প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখন, বিষয়সমূহ: নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জাতীয় চেতনা (৫টি থেকে ১টি দিতে হবে) শিল্প ও অর্থনীতি, সাম্প্রতিক বিষয়।	২০
মোট=	৭০

বিস্তারিত সাজেশন

৭। পারিভাষিক শব্দ ও অনুবাদ:

(পারিভাষিক শব্দ অথবা অনুবাদ থেকে উত্তর করতে হবে, নম্বর - ১০)

(ক) নিচের শব্দগুলোর পরিভাষা লেখ:

Abbreviation, Adjust, Anatomy, Ability, Administration, Annexation, Abolition, Admission, Anticorruption, Abstract, Admit card, Appearance, Academic, Adult education, Appendix, Academic year, Adviser, Architecture, Academy, Affidavit, Art, Accessories, Agenda, Article, Account, Agent, Assembly, Acid, Agreement, Attestation, Acknowledgement, Aid, Auction, Act, Air conditioned, Audio, Acting, Air-mail, Auditor, Acting editor,

Allegation, Author, Adaptation, Allotment, Autograph, Address of welcome, Alphabet, Autonomous, Ad-hoc, Analysis, Axis, Background, Bearer, Boy Scout, Bacteria, Bench, Boycott, Badge, Bibliography, Brand, Bail, Bidder, break of study, Balcony, Bilingual, Broadcast, Ballot, Bio-data, Broker, Ballot paper, Biography, Bulletin, Banker, Black-out, Bureau, Bankrupt, Blueprint, Bureaucracy, Banquet, Bond, By- Election, Basic, Booklet, By-law, Basic-pay, Book-post, Cabinet, chief, Consequence, Calendar, Chief Whip, Constitution, Campus, Circle, Coordinator, Capitalist, Civil, Copy, Carbon, di-oxide, civil war, Copyright, Care-taker, Client, Cordon, Carfew, Code, Correspondent, Cargo, cold storage, Corruption, Cartoon, Cold war, Council, Catalogue, Colony, Counsel, Ceiling, Comet, Credit, Census, Concession, Crown, Chancellor, Conduct, Current Account, Cheque, Conference, Custom, Data, Delta, Diplomat, Dead lock, Democracy, Diplomatic, Death penalty, Demonstrator, Discharge, Death certificate, Deposit, Discount, Debate, Deputation , Dividend, Debenture, Deputy, Documentary, Debit, Deputy Secretary, Donation, Debt, Design, Donor, Decimal, Diagnosis, Dowry, Deed, Dialect, Dual, Deed of gift, dialogue, Duel, Defense, Diplomacy, Dynamic, Edition, Epitaph, Executive, Editor, Equality, Existentialism, Editorial, Equation, Exit, E-mail, Era, Expert, Embargo, Estimate, Export, Enceyclopedia, Ethics, External, Endorsement, Evaluation, Eye-wash, Enquiry, Excuse, Eye-Witness, Face Value, Fiction, Follow-up, Fact, File, Forecast, Faculty, Fine arts, Foreign-Aid, Famine, First-aid, Format, Fascism, Fitness, Free-market, Feudal, Flat rate, undamental, Gain, Globalisation, Grant, Galaxy, Glossary, Graph, Garrison, Godown, Gratuity, Gazette, Good will, Green house, Genaration, Goods, Green room,

Geology, Governing body, Guard, Get-up, Grade, Guilty, Global, Graduate, Gunny, Hand bill, Hoarder, Hostile, Handicraft, Home Ministry, Humanity, Harbour, Honorarium, Hybrid, Headline, Honorary, Hygiene, Hearing, Hood, Hypocrisy, Heroin, Horticulture, Highway, Hostage, Idealism, Internal, Journal, Idiom, Interpreter, Judge, Immigrant, Interview, Judgement, Impeachment, Investigation, Justice, Index, Invoice, key-word, Inflation, Irrigation, Kindergarten, Initial, Isolation, Kingdom, Instalment, Jail, Interim, Jail-code, Landscape, Legend, List, Latitude, Lender, Literal, Leaflet, Liberal, literate, Leap year, Lien, literature, Lease, light year, Lock-up, Legal, Limited, Mail, Measure, Misconduct, Manifesto, Medical College, Miscreant, Manpower, Memorandum, Monarchy, Manuscript, Mercury, Motion, Market Value, Method, Museum, Marketing, Migration, Myth, Mass Education, Millennium, Mythology, Mayor, Mineral, National Assembly, Newspaper, Notice Board, Nationality, Nomination, Nursery, Nationalization, Nominee, Nutrition, Nebula, Non-aligned, Neutral, Note, Oath, Octave, Orbit, Obedient, Office bearer, Ordinance, Obligatory, Option, Organ, Occupation, Optional, Organization, Para , Pioneer, Principal, Parade, Plant, Principle, Paradox, Plosive, Proctor, Parliament, Pole, Provost, Parole, Pollution, Public, Passport, Portal, Public works, Pass-word, Postmark, Public fund, Pay, Postpaid, Public Opinion, Pay order, Power house, Public relations, Pay-bill, Prefix, Public service, payee, prepaid, Public works, **Penal Code,** Prescription, Publication, Pen-friend, President, Publicity, Pensions, Prime, Phonetics, Primitive, Quack, Quarter, Quorum,Quality, Quarterly, Quota, Quantity, Query, Quote, Quarantine, Questionnaire, Racism, Recommend, Relationship, Radio, Record room, Remark,

Range, Referendum, Renew, Rank, Reform, Republic, Ratio, Refugee, Retirement, Rational, Regiment, Rotation, Reality, Registration, Routine, Sabotage, Service, Spokesman, Salary, Session, Sponsor, Sanction, Sestet, Stamp, Sanction, Settlement, Stock market, Satellite, Signal, Study, Saving certificate, Significant, Subsidy, Scale, Sir, Superintendent, Secondary, Skill, Surplus, Secretary, Skull, Symbol, Secular, Specialist, Syntax, Tally, Theory, Transport, Tax, Thesis, Treaty, Telecast, Token, Trial, Telecommunication, Tradition, Tribunal, Termination, Training, Tribunal, Terminology, Transparency, Ultimatum, Urbanization, Vice-Chairman, Unclaimed, Vacation, Vice-versa, Undertaking, Vaccine, Violation, Uniform, Valid, Virus, Union, Validity, Vision, Universal, Valuation, Viva-voce, Unskilled, Vehicle, Vocabulary, Up-to-date, Venue, Vocation, Urban, Vice Chancellor, Walk Out, Weekend, Witness, War-crime, White-paper, Workshop, War-criminal, Will, Worship, Warship, Wit, Wrist watch, Xerox, Year Book, Zone, X-ray, Zigzag, Zoo, Yard, Zonal office. (৫৫৬টি)

অথবা, (খ) নিচের অনুচ্ছেদগুলো বাংলায় অনুবাদ কর:

1. Bangladesh is the land of our birth. The blue sky and the fresh air of this land are very dear to us. It is our duty to build up our dear Bangladesh. It is our sacred duty. If we do our respective duties, then only our country will make progress.
2. Smoking is very harmful. It is expensive too. It pollutes the environment. Those who smoke cannot live long. Smoking causes cancer, heart attack and diseases of the respiratory organs. So everyone should give up smoking.

3. Books are men's best companions in life. You must have very good friends but you cannot get them when you need them. They may not speak gently to you. One or two may prove false and do your much harm. But books are always ready to be by your side. Some books may make you laugh. Some other may give you much pleasure.
4. The real heroes are those whom the world do not know. They work among the poor, among the distressed. They do not expect any reward from them. They are moved by the sufferings of others and their main object is to relieve the sufferings of others. They do not want fame, no medals glitters on their breast, no poet sings their praise. They work and die for others.
5. Honesty is a noble virtue. It is the secret of success every sphere of life. The value of honesty is very great. It wins love. respect and fearlessness. An honest man passes his days in respect of happiness.
6. Patriotism is love for one's country. It is a powerful sentiment and wholly unselfish and noble. A patriot can sacrifice even his own life for the welfare of his country. It is an idealism that gives courage and strength, but false patriotism makes a man narrow-minded and selfish.
7. Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. This quality is to be acquired through all our works from our boyhood Boy hood is the seed-time. The habit formed at this time will continue all through our life. Everything at the right time should be our motto.
8. Man cannot live alone. So he likes to keep company. He cannot do without the help of others even for a day. For this reason men

have been living together for many days. This is called social life. None can act according to his sweet will in society.

9. Man is the architect of his own fortune. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to improve and prosper in life, but is he does otherwise, he is sure to repent when it is too late and he will have to drag a miserable existence from day to day.

10. Our total environment influences our life and our way of living. The main elements of our human environment are men, animals, plants, soil, air and water. There are relationships between these elements. When these relationships are disturbed, life becomes difficult or impossible.

11. The proverb says that Allah helps those who help themselves. A man who relies on his own ability and does his work by himself is helped by Allah. Such a man is always crowned with success. The great virtue creates in him the confidence which is essential for success in life. It is a self-confident man who only reaps the fruit of his labour in full.

12. People addicted to smoking often suffer from various diseases including cancer. Cancer is a fatal disease which takes a heavy toll of human lives every year all over the world. Medical science is yet to find out a cure for it. Besides, smoking irritates the eyes and offends the nose, So all of us, young or old, should give up this dangerous habit.

13. Poverty is a great problem in our country. But we hardly realize that this miserable condition is our creation. Many do not try to better their condition by hard labour and profitable business. They only curse their fate. We must shake off this

inactivity and aversion to physical labour. Man is the maker of his own fortune.

14. We live in society. So we must learn to live in peace and amity with others. We have to respect others life and property. We have a lot of duties and responsibilities to the society. Education should aim at making each individual fully aware of these duties and responsibilities. It is true that one has to learn how to earn one's bread. But man does not live for bread alone.

15. A newspaper is the store house of knowledge. We can know the conditions, manner and customs of other countries of the world from a newspaper. It is, in fact, the summary of all current history. It supplies information's to all classes of people. The businessman can find the condition of the world market about his goods. The sportsman can see the results of important games in different parts of the world.

16. Truthfulness is the greatest of all the virtues which make a man really great; if we do not cultivate the habit of speaking the truth, we will never win the respect of others. A lie never lies hidden for long. Today or tomorrow it comes to light. Then the real character of the liar is revealed and nobody trusts him.

17. Japan is called the Children's Paradise. Japanese parents are very good to their children and train them to be polite and kind to teach other. Indeed, they are among the most polite children in the world. While making fun and games, they rarely quarrel or while making fun and games, they rarely quarrel or while making fun and games, they rarely quarrel or fight. In a country where the houses are chiefly made of wood, where lamps and letters are so much used as in Japan, terrible fires often take place.

18. A patriot is a man who loves his country. Works for it, and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers do more than this. They risk their lives because they love the country. They are the best friends of the people.

19. A garden is not a source of beauty only, it is also a source of income to men. Men of their great love of flowers decorate their homes with them on different occasions. Men love flower for they are the symbol of beauty and purity A village home without a garden looks bare and poor.

20. A language never stands still. It is always changing and developing. Their changes are rapid in primitive societies; but slow in advanced ones because the invention of printing and the spread of education have fixed a traditional usage. The only important change that English has undergone since the sixteenth century is a very large increase in its vocabulary.

21. A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lessons interesting. He discovers the treasure hidden inside each student.

22. Bengali language has a glorious tradition. In this country, Students and people laid down their lives to keep the honour of our language. Those martyrs are the pride of our nation and history.

23. Bangladesh is a democratic country. In a democratic country any boy or girl can become the most important person. He does not need money. He does not need powerful friends. He needs the three things-ability, integrity and hard work. Bangladesh also needs people with three things.

24. Bangladesh is not a very big country. But it is one of the most densely populated countries in the world. About one hundred and forty millions people live in this small country. Its population is still on the increase. If the present rate of increase continues uncontrolled her population will be doubled within next twenty years.
25. Early rising is beneficial to health. The boy who rises early can enjoy the excellent air of the morning. He can take a walk by the **river** side or in the open field. He can enjoy the sweet songs of the birds and see the beautiful sight of the sunrise. All these make him healthy and cheerful.
26. Gardening is my hobby. I grow only flowers in my garden. Many people produce vegetables in the garden. I do not like this when flowers bloom on the plants, my heart is filled up with Joy.
27. English is an international language. There is hardly any country in the world where English is not taught. If one once finds interest in it, one cannot but learn it. We should learn English with a view to enriching Bengali. Don't you like speaking English?
28. Honesty is the best policy. An honest man is respected by all. Every body trusts him. No one can prosper in life if he is not honest. An honest shop-keeper is liked very much by his customers. All go to his shop and buy things from him. They begin to trust him. His credit grows and his business flourishes.
29. Education is the backbone of a nation. No progress can be made possible without education. Ignorance is similar to darkness. So the light of education is necessary for society. Everybody will have to appreciate this truth. Students both boys

and girls must be conscious of their responsibility. Otherwise the nation will not be able to see the light of hope.

30. Health is wealth. A good health is a guarantee for happiness. A healthy poor man is happier than a sick moneyed man. A healthy man is an asset both to his family and to the nation. A sick man, on the other hand, is not only a liability to his family but also to the society.

31. He who loves his country is a patriot. The patriots loves their native land more dearly then their own life. They are ready to lay down their lives for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after death.

32. It was the 16th December, 1971. On that day the Pakistani soldiers surrendered their arms. It will go down in history as a memorable day. Seventy-five million people of Bangladesh achieved freedom after nine months struggle. The man who deserves the greatest credit for this is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

33. It is known to all that present age is an age of science. The more a nation is skilled in science and technology the more it is developed. Though our Bangladesh is small in area it is prosperous in manpower. If we try we can also acquire competence in science and technology. We canbuild up our Sonar Bangla of our dreams.

34. Illiteracy is a great problem of our country. No development efforts can succeed unless illiteracy is eradicated. eradication of illiteracy in a country like Bangladesh with so vast population is undoubtedly a gigantic task. No individual community, organization not even the government is capable of solving this huge problem in a single handed, It is the social responsibility of

all the literate people to make some concerted efforts to remove illiteracy from the country.

35. We live in an age of science. We can see the influence of science in all fields. Science is a constant companion in our daily life. We have made the impossible possible with the help of science. Present civilization is the glorious achievement of science. Poverty and disease have to be conquered with the help of science. Science has to be employed in the greater welfare of mankind.

36. This is our homeland. Her name is Bangladesh. How beautiful our Bangladesh is! The sky assumes a golden colour in morning and evening. The silvery moon appears at night. Golden crops covered fields and her villages are green.

37. We are the citizens of an independent country. Independence is the birth-right of man. But no nation can achieve independence without efforts. Again, the people of a country must be determined to preserve that independent. It is the sacred duty of every citizen to preserve the independence of this motherland.

38. Poverty is a great problem in our country. But we hardly realize that this miserable condition is our creation. Many do not try to better their condition by hard labour and profitable business. They only curse their fate.

এই অংশে ১৫টি ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ থাকবে যার বাংলারূপ লিখতে হবে। এর অথবা থাকবে একটি ইংরেজি অনুচ্ছেদ যা বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। এখানে অনুবাদের পরিবর্তে পারিভাষিক শব্দের উত্তর করা ভালো হবে।

৮ । দিনলিপি লিখন/ অভিজ্ঞতা বর্ণনা অথবা ভাষণ/ প্রতিবেদন:

(এই চারটি বিষয় থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। দিনলিপি লিখন ও অভিজ্ঞতা বর্ণন থেকে থেকে একটি প্রশ্ন এবং ভাষণ ও প্রতিবেদন থেকে থাকবে একটি প্রশ্ন । এখানে দিনলিপি অথবা ভাষণ উত্তর করা ভালো হবে।

◇ দিনলিপি লিখন:

(ক) বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন বিষয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

(দিবো, যবো-২৩, সিবো-২০১৬, ববো-১৭, সিবো-২৫)

(খ) তোমার কলেজ জীবনের বিশিষ্ট কোনো দিনের উল্লেখপূর্বক দিনলিপি লেখ।

অথবা, কলেজের প্রথম দিনের বর্ণনা দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর দিনলিপি লেখ।

(ববো -২৫)

অথবা, তোমার কলেজের নবীন বরণের বিবরণের দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

(গ) তোমার কলেজে মহান বিজয় দিবস উদযাপনের অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি প্রস্তুত কর। (সকলবোর্ড-১৮, ববো, মবো, কুবো-২৪, ২৫)

(ঘ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি লেখ। (কুবো-২৩)

অথবা, তোমার কলেজে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের একটি দিনলিপি লেখ। (সিবো-২৩)

(ঙ) তোমার কলেজে 'বসন্তবরণ' পালিত হয়েছে। এই দিনের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ। (ঢাবো-২৩)

অথবা, তোমার কলেজে 'বসন্তবরণ' উৎসব-এর একটি দিনলিপি লেখ। (ববো-২৩)

(চ) তোমার জীবনে কোনো স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে, তার উল্লেখপূর্বক একটি দিনলিপি লেখ।

(ছ) তুমি কলেজ থেকে শিক্ষা সফরে গিয়েছো, তার বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

(জ) কোনো একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের দিনলিপি লেখ। (মবো-২৩, ঢাবো-২৫)

(ঝ) তোমার এসএসসি বা মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিনের একটি দিনলিপি লেখ। (কুবো-১৯, মবো-২৫)

(ঞ) বই মেলার বিবরণ দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

অথবা, একটি বইমেলা তোমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। এর উল্লেখ করে একটি দিনলিপি লেখ।

(ট) বৃক্ষমেলা দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি লেখ। (চবো-২৫)

(ঠ) কলেজের শেষ দিনের অনুভূতি বর্ণনা করে একটি দিনলিপি লেখ। (দিবো-২৫)

অথবা

অভিজ্ঞতা বর্ণনা:

(ক) কোনো ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। (রাবো-১৯, ঢাবো-১৯)

(খ) কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। (রাবো, ঢাবো-২০১৬, ঢাবো-১৭, চবো-১৯)

অথবা, তোমার কলেজ জীবনের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। (সিবো-১৬)

(গ) তোমার কলেজে বাংলা নববর্ষ উদ্যাপনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

(ঘ) তোমার কলেজ জীবনে কোনো একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে, তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

অথবা, কলেজ ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম হয়েছো, তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

অথবা, তোমার কলেজ জীবনের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

(ঙ) একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে শহীদ মিনারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।(চবো-১৭)

(চ) তোমার কলেজের নবীণবরণ অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। (সিবো-১৯)

(ছ) তোমার এসএসসি পরীক্ষার পূর্বদিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

(জ) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

(ঝ) বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

অথবা, বিজয় দিবস উদ্যাপনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

(ঞ) জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

(ট) কোন এক শীতের সকাল অথবা গ্রীষ্মের দুপুর অথবা বৃষ্টিমুখর সন্ধার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

ভাষণ:

(ক) মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ভাষণ তৈরি কর। *(দিবো ২০১৩)*

অথবা, 'মাদকের অপর নাম মৃত্যু'- শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থাপনের উপযোগী একটি ভাষণ রচনা কর। (কুবো-২০১৬, চবো-১৯)

(খ) 'নিরাপদ সড়ক চাই'- শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চ ভাষণ রচনা কর। (ঢাবো-২০১৬)

(গ) জাতি গঠনে নারী সমাজের ভুমিকা সম্পর্কে একটি মঞ্চ ভাষণ তৈরি কর। (ঢাবো-১৭)

(ঘ) জাতি গঠনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা সভায় সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ প্রস্তুত কর।

(ঙ) বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একজন বক্তা হিসেবে তোমাকে ভাষণ দিতে হবে। ভাষণটি তৈরি কর।

(চ) ইন্টারনেটের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে একটি মঞ্চ ভাষণ লেখ।

(ছ) তোমার কলেজে নবীনবরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চভাষণ তৈরি কর।

(জ) 'খাদ্যে ভেজাল: কারণ ও প্রতিকার' শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চভাষণ তৈরি কর।

(ঝ) 'ইভটিজিং প্রতিরোধে ছাত্র সমাজের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য একটি মঞ্চ ভাষণ তৈরি কর।

(ঞ) নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে একটি মঞ্চ ভাষণ তৈরি কর।

(ট) মরণ ব্যাধি এইডস-এর ভয়াবহতা তুলে ধরে একটি মঞ্চ ভাষণ লেখ।

(ঠ) পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার নির্দেশ করে একটি মঞ্চ ভাষণ তৈরি কর।

◈ প্রতিবেদন :

(ক) তোমার কলেজের গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখ

(দিবো ২০১২, কুবো ২০১২, সিবো ২০১৫, চবো-২০১৬, ঢাবো-১৯, রাবো-২৪)

(খ) বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

(ঢাবো-২৪, ২৫)

অথবা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লিখ।

(রাবো, কুবো-২৩)

অথবা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণ ও এর প্রতিকার সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর। (সিবো-২৩, ২৫)

অথবা, 'দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি' বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। (দিবো-২৩)

(গ) সড়ক দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

(মবো, ববো-২৩, চবো-২৫)

(ঘ) 'খাদ্যে ভেজাল ও প্রতিকার' বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

(যবো ২০১৩, দিবো ২০১৫, সিবো-২০১৬, যবো-১৯, ববো-২৫)

অথবা, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যে সাম্প্রতিক ভেজাল মিশ্রণ প্রবণতা বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর। (যবো-১৯, সিবো-১৭)

অথবা, 'খাদ্যে ভেজাল ও প্রতিকার' বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

(ঢাবো-১৪, যবো-১৩, সিবো-১৬, দিবো-১৫)

অথবা, 'বাজারে খাদ্যে ভেজাল ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর। (কুবো-১৫)

(ঙ) তোমার কলেজে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান মালার বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন লিখ।

(চ) মহান স্বাধীনতা উদযাপন উপলক্ষে কলেজে উদযাপিত অনুষ্ঠানমালার উপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

(ববো ২০১৩, রাবো ২০১৬)

(ছ) 'যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা' এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

(সিবো ২০১২)

অথবা, তোমার শহরে যানজট সমস্যার উপরে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

(জ) বন্যাদুর্গত এলাকার বিপর্যস্ত জনজীবনের বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

(দিবো-২৫)

অথবা, সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় তোমার এলাকায় যে বিরাট ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তা জানিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

অথবা, ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত একটি এলাকার বিপর্যস্ত জনজীবন সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখ। (দিবো ২০১৩)

(ঝ) তোমার এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদ লিখ।

(ঞ) 'বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

(ট) কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লিখ।

(ববো-২৪, কুবো-২৫)

(ঠ) তোমার কলেজ এ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন লিখ।

(ড) তোমার কলেজে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সাংস্কৃতি প্রতিযোগিতার উপর একটি প্রতিবেদন লিখ।

(ঢ) 'পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য চাই বৃক্ষরোপণ' এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। (রাবো-২৫, যবো-২৫)

(ণ) তোমার এলাকার গ্রন্থাগারের অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। (ঢাবো-২৩)

৯। পত্রলিখন: বৈদ্যুতিন চিঠি/ক্ষুদেবার্তা অথবা আবেদনপত্র:

(মোট ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। নম্বর ১০। বৈদ্যুতিন চিঠি অথবা ক্ষুদে বার্তা থেকে একটি প্রশ্ন এবং পত্রলিখন অথবা আবেদনপত্র থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এখানে আবেদনপত্র বা ই-মেইল উত্তর করা উত্তম হবে)

আবেদনপত্র

(ক) একটি বে-সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন পত্র রচনা কর। (ববো-১৪, ববো-২৩)

অথবা, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক পদে নিযুক্তি লাভের জন্য দরখাস্ত লেখ।

(ঢাবো-০৭, ২৫, রাবো-১৪, ০২, কুবো-০৫, ববো-১৫)

অথবা, কোনো বিদ্যালয়ে 'সহকারী শিক্ষক' পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদন রচনা কর।

(খ) কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকপদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র রচনা কর।

(রাবো-০৭, কুবো-১৭, চবো-৫, সিবো-১৭, ০৬, ববো-১৭, কুবো-২৪, মবো-২৫)

অথবা, কোনো মাধ্যমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদের জন্য একজন প্রার্থী হিসেবে আবেদন জানিয়ে একটি দরখাস্ত লেখ।

(যবো-০৮, দিবো-১৯, ০৯, সিবো-১৯)

(গ) কোনো (সরকারি/বেসরকারি) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র রচনা কর।

(চবো ২০১৩, সিবো ২০১৬, রাবো-২০১৬, সিবো-১৭, ববো-১৭, কুবো-১৭, সিবো-১৯, দিবো-১৯ দিবো-২৩, রাবো-২৪)

(ঘ) একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী/স্টোরকিপার পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র রচনা কর। (দিবো ২০১৩, সিবো-২৩, কুবো-২৪)

(ঙ) কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে 'হিসাবরক্ষক' পদে নিয়োগ লাভের জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ। (সিবো-২৫, কুবো-২৫)

(চ) কোনো কলেজে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন পত্র রচনা কর। (সিবো ২০১৩)

(ছ) তোমার এলাকায় বিশুদ্ধ পানির অভাব/যানজট নিরসন/রাস্তা সংস্কার/বন্যার্তদের সাহায্য/ মাত্রাতিরিক্ত লোডশেডিং/সন্ত্রাসী কার্যক্রম/আইন শৃঙ্খলার অবনতি/ এডিস মশা/ডেঙ্গু জরের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট একটি পত্র রচনা কর।

(কুবো ২০১৩, /ববো ২০১৩, ঢাবো-১৭, যবো-১৭, ববো-১৯, চবো-১৯)

(জ) শিক্ষা সফরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে অধ্যক্ষ বরাবর একটি আবেদনপত্র রচনা কর।

(রাবো-২৩,২৫, যবো-২৩ ঢাবো, ববো, মবো-২৪, চবো-২৫)

(ঝ) সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে 'মাঠকর্মী' হিসেবে চাকুরির জন্য যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে একটি আবেদনপত্র রচনা কর। (ববো-২৫)

(ঞ) রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণপত্র রচনা কর।

(কুবো- ০৩, ০৬, ১৯, ঢাবো-০১, রাবো-০৩, ১৩)

(ট) নজরুল জয়ন্তী/সাংস্কৃতিক সপ্তাহ/ একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণপত্র রচনা কর। (রাবো-১৩, চবো-১৭, কুবো-১৯, যবো-১৯)

বৈদ্যুতিন চিঠি :

(ক) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ফেসবুক ব্যবহার না করে নিয়মিত পড়াশোনা করার পরামর্শ দিয়ে ছোট ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন (ই-মেইল) চিঠি লেখ। (যবো-২৩, ২৫, মবো-২৫)

(খ) এইচ এস সি পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফলের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন (ই-মেইল) চিঠি লেখ।

(গ) ইন্টানেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল জানিয়ে ছোট ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ।

(রাবো-২০১৬, ববো-১৭, যবো-১৯, ববো-২৩)

(ঘ) বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল প্রেরণ কর।

(চবো-২০১৬, রাবো-১৭, মবো, কুবো, সিবো-২৩)

(ঙ) সদ্য পড়া কোনো বই সম্পর্কে মতামত জানিয়ে বন্ধুকে বৈদ্যুতিন (ই-মেইল) চিঠি লেখ।

(কুবো-২৪)

(চ) তোমার বোনের বিয়েতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ।

(দিবো-২৩, রাবো-২৫)

(চ) পিতার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে একটি বৈদ্যুতিন (ই-মেইল) চিঠি লেখ।

(রাবো-২৩, দিবো-২৪,)

(ছ) বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের বৈচিত্র্য তুলে ধরে প্রবাসী বন্ধুকে পাঠানোর জন্য একটি ই-মেইল প্রস্তুত কর। (কুবো-২০১৬)

(জ) স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি ই-মেইল প্রেরণ কর।

(ঢাবো-২০১৭)

(ঞ) জরুরি রক্তের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল পাঠাও। (সিবো-২০১৬, ববো-২৫)

(ট) তোমার দেখা বাংলাদেশের কোনো একটি গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একটি ই-মেইল পাঠাও। (কুবো-১৯)

(ঠ) মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের ক্ষতিগুলো উল্লেখ করে বন্ধুদের প্রেরণের জন্য একটি ই- মেইল রচনা কর। (ববো-১৯, ববো-২৪, ঢাবো-২৫)

(ড) তোমাদের কলেজে অনুষ্ঠিতব্য সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে একজন দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব বরাবর একটি ই-মেইল রচনা কর। (ঢাবো-২০১৬)

(ঢ) শিক্ষাসফরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। (ঢাবো-২৩, রাবো-২৪)

(ণ) তোমার বন্ধুর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। (চবো-২৪)

(ত) মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে ছোটো ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি প্রেরণ কর।

(কুবো-২৫)

◈ ক্ষুদে বার্তা:

(ক) জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি ক্ষুদেবার্তা প্রেরণ কর। (ঢাবো-১৯)

(খ) তোমার কোনো বন্ধু পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে, তাকে অভিনন্দন জানিয়ে ৫টি বাক্যে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ কর।

অথবা, তোমার কোনো বন্ধু মেডিকেল/বুয়েট/বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাকে অভিনন্দন জানিয়ে ৫টি বাক্যে ক্ষুদে বার্তা লেখ।

(গ) বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমার কোনো বন্ধুকে ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ কর। (ববো-১৬, দিবো, যবো-১৭)

(ঘ) ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমার কোনো বন্ধুকে ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ কর।

(ঙ) শিক্ষা সফরে যাওয়ার বিভিন্ন তথ্য জানিয়ে সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদে বার্তা লেখ। (চবো-১৭)

(চ) কোনো কোম্পানির বিক্রয় কর্মকর্তা হিসেবে বিশেষ পণ্যের ডিসকাউন্টের কথা জানিয়ে গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ কর।

(ছ) বাংলা নববর্ষের র‍্যালিতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে একটি ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ কর।

(জ) আসন্ন পরীক্ষার জন্য দোয়া চেয়ে বাবার কাছে ন্যূনতম ৫টি বাক্যে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ কর।

(ঝ) মা দিবসে মাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ কর। (সিবো-১৯)

[বি. দ্র. মনে রাখবে, আবেদনপত্র বা নিমন্ত্রণপত্র, ই-মেইল পড়ার বা মুখস্থ করার কিছু নেই, এগুলো লিখে লিখে অনুশীলন করতে হয়।]

১০। সারাংশ, সারমর্ম, সারসংক্ষেপ ও ভাবসম্প্রসারণ:

(২০২৬ সালের পরীক্ষায় সারাংশ, সারমর্ম ও সারসংক্ষেপ থেকে ১টি এবং ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এখানে ভাবসম্প্রসারণ উত্তর করা উত্তম হবে)

সারমর্ম

১ এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে- 'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে; যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে, যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে। যখনি দাঁড়াবে তুমি সামনে তাহার তখনি সে পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সন্ত্রাসে যাবে মিশে। দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার; মুখে করে আস্ফালন, জানে যে হীনতার আপনার মনে মনে	২ আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে হেনেছে নিঃসহায়ে। আমার যে দেখেছি-প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা, অমাবস্যার কারা লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্পনের তলে। তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে- যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?
৩ আসিতেছে শুভ দিন- দিনে দিনে বহু বাড়িতেছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ। হাতুড়ি, শাবল, গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়, পাহাড়-কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়, তোমাদের সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি, তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান ।	৪ সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে। জানি না তোর ধন-রতন আছে কিনা রাণীর মতন শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে। কোন্ বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল, কোন্ গগনে উঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে। আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো, ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ।
৫ শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে, জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে। চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে, কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে? সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পণ্ডশ্রম, ফল কহে সেও অতি নির্বোধ অধম। খেয়াতরী চলে গেলে বসে থাকে তীরে,	৬ জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি। দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে ফুল কিনে নিও,হে অনুরাগী। বাজারে বিকায় ফল ও তন্দুল; সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল

কিসে পার হবে তারা না আসিলে ফিরে	দুনিয়ার মাঝে সে-ই তো সুধা! (মবো-২৩)
৭ আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই আমার সুখ সখা, সুখ শুধু তাই। আমার একার আলো সে যে অন্ধকার, যদি না সবারে অংশ দিতে আমি পাই। সকলের সাথে বন্ধু, সকলের সাথে, যাইব কাহারে বলো, ফেলিয়া পশ্চাতে। একসাথে বাঁচি আর একসাথে মরি, এসো বন্ধু, এ জীবন সুমধুর করি।	৮ অদ্ভুদ আঁধার এক এসছে এ পৃথিবীতে আজ, যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা; যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই-প্রাতী নেই-করুণার আলোড়ন নেই অচল তাদের সুপরামর্শ ছাড়া। যাদের গভীর আস্থা আছে মানুষের প্রতি এখানো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় মহৎ সত্য ও রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।
৯ পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে-উত্থানে মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি— তব গৃহক্রোড়ে চিরশিশু ক'রে আর রাখিয়ো না ধরে। দেশ-দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান । পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে। প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে সংগ্রাম করিতে দাও ভালো-মন্দ-সাথে।	১০ নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো, যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো । সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে, নিন্দুক সে ছায়ার মতো থাকবে পাছে পাছে । বিশ্বজনে নিঃস্ব করে পবিত্রতা আনে, সাধকজনে নিস্তারিতে তার মতো কে জানে? বিনামূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার, বিশ্ব মাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর? নিন্দুক, সে বেঁচে থাকুক বিশ্বহিতের তরে, আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে
১১ 'ধন-রত্ন সুখৈশ্বর্য কিছুতেই সুখ নাই সুখ পর-উপকারে, তারি মাঝে খোঁজ ভাই । আমিত্বকে বলি দিয়া স্বার্থ ত্যাগ করো যদি পরের হিতের জন্য ভাব যদি নিরবধি। নিজ সুখ ভুলে গিয়ে ভাবিলে পরের কথা, তবেই পাইরে সুখ আত্মার ভিতরে তুমি।'	১২ দৈন্য যদি আসে আসুক, লজ্জা কিবা তাহে? মাথা উঁচু রাখিস । সুখের সাথী মুখের পানে যদি না চাহে ধৈর্য ধরে থাকিস । রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস্ । আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে উর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস ।
১৩ কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর? মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর। রিপুর তাড়নে যখনই মোদের বিবেক পায় গো লয়, আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনই পুড়িতে হয় । প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে, স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।	১৪ একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে, দহিল হৃদয় মন সেই ক্ষোভানলে । ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে, গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে। সেথা দেখি একজন পদ নাহি তার, অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার । পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন, আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ?
১৫ আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে অবিশ্রান্ত, একে একে হয় জড়ো, এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো। তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি, এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে, বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে। এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয় পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়- এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে ॥ (রাবো-০০,ববো-০৫, চবো-৬,৯)	১৬ বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি । দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী — মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু, কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন; মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ । সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে অক্ষয় উৎসাহে যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়াইয়া আনি । (ববো-২৪)
১৭ ছোটো ছোটো বালু কণা, বিন্দু বিন্দু জল,	১৮ জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে

গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল । মুহূর্তে নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ, গড়ে যুগ যুগান্তর-অনন্ত মহান । প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ, ক্রমে টানে পাপপথে, ঘটায় প্রমাদ ! প্রীতি-করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী, এ ধারায় স্বর্গসুখ নিত্য দেয় আনি ।	পড়ে আছে গগনের এক কোণ ঘেষে। বর্ষাপূর্ণ সরোবর তারি দশা দেখে সারাদিন ঝিকিমিকি হাসে থেকে থেকে। কহে, ওহে লক্ষীছাড়া, চালচুলা হীন, . নিজেরে নিঃশেষ করি, কোথায় বিলীন। আমি দেখো চিরকাল থাকি জলভরা । সরোবর, সুগভীর নাই নড়াচড়া । মেঘ কহে, ওহে বাপু, করো না গরব তোমার পূর্ণতা সে যে আমারই গৌরব। (রাবো-২৪)

সারাংশ

১

মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্রে, মনুষ্যত্বে, জ্ঞানে ও কর্মে। বস্তুত চরিত্র বলেই মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষের শ্রদ্ধা করে, সে শুধু চরিত্রের জন্য, অন্য কোন কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে এত নত করার দরকার নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূলে এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এই কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর; তুমি পরদুঃখ কাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের স্বাধীনতাপ্রিয়; চরিত্রবান মানে এই। (দিবো-২৪)

২

সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনের আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ, স্থূল বুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়। অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার-এ সবরে নিশান উড়ানোই এদের কাজ।

৩

মাতৃস্নেহের তুলা নাই। কিন্তু অতি স্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনায়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তারের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ের মমতার প্রাবল্যের মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তি মর্যাদা বুঝিতে পারে না। নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না। দুর্বল, অসহায় পক্ষীশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বুঝে না-অলসকে সে প্রাণিপাত করিয়া সেবা করে- ভীরুতার দুর্দশা কল্পনা করিয়া বিপদের আক্রমণ হইতে ভীরুকে রক্ষা করিতে ব্যপ্ত হয়।

৪

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব উপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠতে মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে।অবশ্য জীবনসত্তার ঘরেও যে কাজ করে; ক্ষুৎপিপাসায় বাস্তবিক করে তোলা তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য

শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনের দিকও আছে। আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

৫

কিসে হয় মর্যাদা? দামি কাপড়, গাড়ি-ঘোড়া, 'না ঠাকুর দাদার কালের উপাধিতে? না মর্যাদা এই সব জিনিসে নাই। আমি দেখতে চাই, তোমার ভিতর, তোমার বাহির, তোমার অন্তর। আমি জানতে চাই, তুমি চরিত্রবান কি-না। তুমি সত্যের উপাসক কিনা। তোমার মাথা দিয়ে কুসুমের গন্ধ বেরোয় কিনা, তোমায় দেখলে দাস-দাসী দৌড়ে আসে, প্রজার তোমায় দেখে সন্ত্রস্ত হয়, তুমি মানুষের ঘাড়ে চড়ে হাওয়া খাও, মানুষকে দিয়ে জুতা খোলাও, তুমি দিনের আলোতে মানুষের টাকা আত্মসাৎ কর। বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি তোমায় আদর করেন; আমি তোমায় অবজ্ঞায় বলবো যাও।

৬

জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্য-সম্ভার, দালান-কোঠার সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাজেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবন পণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনো শক্ত আর দৃঢ়মূল হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লে তবেই জাতি অর্জন করে মহত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সব রকম মসূল্যবোধের বৃহত্তর বাহন ভাষা তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব লেখক আর সাহিত্যিকদের।

৭

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের উপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধু আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটিই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এস পৌঁছেছে সেখানে থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই। এবার উঠবার সিঁড়ি না খুঁজলেই নয়। উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজে পেলে আমাদের আত্মবিনাশ যে অনিবার্য তাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। (দিবো-২৩, রাবো-২৫)

৮

রূপার চামচ মুখে দিয়ে জন্মায় আর কটি লোক। শতকরা নিরানব্বইটি মানুষকেই চেষ্টা করতে হয়, জয় করে জিততে হয় তার ভাগ্যকে। বাঁচে সেই-যে লড়াই করে প্রতিকূলতার সঙ্গে। পলাতকের স্থান জগতে নেই সমস্ত কিছুর জন্যই চেষ্টা দরকার। চেষ্টা ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। সুখ চেষ্টারই ফল-দেবতার দান নয়। তা জয় করে নিতে হয়। আপনা এটা পাওয়া যায় না। সুখের জন্য দু'রকম চেষ্টা দরকার, বাইরের আর ভিতরের। ভিতরের চেষ্টায় মধ্যে বৈরাগ্য একটি। বৈরাগ্য ও চেষ্টার ফল, তা অমনি পাওয়া যায় না। কিন্তু বাইরের চেষ্টার মধ্যে বৈরাগ্যের স্থান নাই।

৯

ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাণ্ডগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে ক্রোধ। ক্রোধ যে মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে তাহা একবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেব স্পষ্ট প্রতীয়মান

হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসিমাখা, উদারতায় পরিপূর্ণ, দেখলেই তোমার মনে আনন্দ ধরে, একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাইও; দেখিবে, সে স্বর্গের সুষম আর নাই-নরকাগ্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কি এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটে যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করতে অন্য রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

১০

আমারা ছেলেকে স্কুল কলেজে পাঠিয়ে ভাবি যে, শিক্ষা দেয়ার সমস্ত কর্তব্য পালন করলাম। বৎসরের পর বৎসর পাস করে গেলেই অভিভাবকরা যথেষ্ট তারিফ করনে। কিন্তু তলিয়ে দেখেন না, যে কেবল পাস করলেই বিদ্যার্জন হয় না। বাস্তবিক পক্ষে ছাত্রের বা সন্তানের মনে জ্ঞানানুরাগ বা জ্ঞানে প্রতি আনন্দজনক শ্রদ্ধার উদ্রেক হচ্ছে কিনা, তাই দেখবার জিনিস। জ্ঞান চর্চার মধ্যে যে এক পরম রস ও আত্মপ্রসাদ আছে, তার স্বাদ কোন কোন শিক্ষার্থী একবিন্দুও পায় না ।

১১

অনেকে বলেন , স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্ব্যচোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই চারিখানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশি আবশ্যক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে, অবশ্যক আছে, যেহেতু মাতার দোষগুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এই জন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ. এ. বি. এ. পাস হয় বটে কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে।

১২

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী ।জগতের অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের পার্থক্যের কারণ মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়া আর সকল প্রাণী মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বুকে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছে, জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে, তাই পশুবল ও অর্থবল মানুষকে বড় বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে; জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশে জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনায়নে সক্ষম।

১৩

বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু চরিত্র তদপেক্ষাও মূল্যবান। অতএব, কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোনো লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রবাদ আছে যে, কোনো কোনো বিষধর সর্পের মস্তকে মণি থাকে। মণি মহামূল্যবান পদার্থ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যেমন মণি লাভের নিমিত্ত বিষধর সর্পের সাহচর্য লাভ করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে, সেইরূপ বিদ্যা আদরণীয় হইলেও বিদ্যা লাভের নিমিত্ত বিমান দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নহে।

১৪

মানুষের সুন্দর মুখ দেখে আনন্দিত হয়ো না। স্বভাবে যে সুন্দর নয়, দেখতে সুন্দর হলেও তার স্বভাব, তার স্পর্শ, তার রীতি-নীতিকে মানুষ ঘৃণা করে। দুঃস্বভাবের মানুষ মানুষের হৃদয়ে জ্বালা এবং বেদনা দেয়, তার সুন্দর মুখে মানুষ তৃপ্তি পায় না। অবোধ লোকেরাই

মানুষের রূপ দেখে মুগ্ধ হয় এবং তার ফল ভোগ করে। যার স্বভাব মন্দ, সে নিজেও দুষ্ক্রিয়াশীল; মিথ্যাবাদী, দুর্মতিকে ঘৃণা করে। মানুষ নিজে স্বভাবে সুন্দর না হলেও সে স্বভাবের সৌন্দর্যকে ভালোবাসে। (মবো-২৪)

১৫

সময় ও স্রোত কারও অপেক্ষায় বসে থাকে না। চিরকাল চলতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় কর, একে ভয় দেখাও, ভ্রুক্ষেপও করবে না, সময় চলে যাবে আর ফিরবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু সময় একবার গত হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না কেন, গতসময় কখনও ফিরে আসবে না। (যবো-২৪)

১৬

মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা আমার এ পথের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কেনো হিংসার দুশমনির ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। (চবো-২৪)

১৭

বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা, সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই। (চবো ২০০৪, মবো-২৫)

(আরো উদাহরণ অনুশীলন করতে হবে)

১১। ভাবসম্প্রসারণ :

(ক) সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। (কুবো-২০১৬, সিবো-২৫) অথবা, পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।

(খ) স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে, স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।

(ঢাবো-১১, রাবো-১৪, ১৫, ১২, যবো-১২, চবো-১০, ২৫, সিবো-১৩,৭, ববো-১৭)

(গ) অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ-সম দহে।

(ঘ) স্বদেশের উপকারে নেই যার মন
কে বলে মানুষ তারে ? পশু সেই জন। (সিবো-১৭, ২৩)

(ঙ) মানুষ বাঁচে কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়। (ঢাবো, রাবো, যবো-১৭, ঢাবো-১৯ ববো-২৪, মবো, দিবো-২৫)

অথবা, কীর্তিমানের মৃত্যু নাই

(চ) জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

(ছ) বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

(জ) দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য। (মবো-২৪, কুবো-২৪, রাবো-২৫)

(ঝ) প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তাহারই। (চবো-২৪, ববো-২৫)

(ঞ) ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ। (ঢাবো-২৪)

অথবা, ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।

(ট) ধনের মানুষ মানুষ নয়, মনের মানুষই মানুষ।

অথবা, প্রাণ থাকলে প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

(ববো-১৯, যবো-২৩, ২৫)

(ঠ) সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত। (দিবো-১৭, চবো-১৭)

(ড) জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক ভালো। অথবা, নহে আশরাফ যার আছে শুধু বংশ পরিচয়/ সেই আশরাফ যার জীবন পুণ্যকর্মময়।

(ঢ) মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, ধন বিলাস নহে।

(ণ) রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে। (সিবো-১৯)

(ত) পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে।

(থ) তুমি অধম-তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?” (ঢাবো-২৫)

(দ) স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ/ বৃহৎ জগত হতে সে কখনো শিখে নি বাঁচিতে। (চবো-২০১৬)

(ধ) দণ্ডিতের সাথে/দণ্ড দাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে/সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

১২। সংলাপ ও ক্ষুদেগল্প রচনা:

(সংলাপ রচনা থেকে ১টি এবং ক্ষুদে গল্প রচনা থেকে ১টি করে মোট দুটি প্রশ্ন থাকবে; ১টির উত্তর দিতে হবে। নম্বর-১০, এখানে সংলাপ উত্তর করা উত্তম হবে)

◈ সংলাপ রচনা:

(ক) বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (ঢাবো-২০১৬, যবো-১৭)

অথবা, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বিশ্ব জলবায়ু বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপোকথন রচনা কর।

(ঢাবো-২০১৬)

(খ) উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (সিবো-২০১৬)

(গ) সমাজ সেবী এক বন্ধুর সঙ্গে অন্য বন্ধুর সংলাপ।

অথবা, একজন উদ্যোক্তা বন্ধুর সঙ্গে অন্য এক বন্ধুর সংলাপ।

(ঘ) কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। (চবো-২৪)

(ঙ) সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (রাবো-২০১৯, সিবো-১৯, যবো-২৫)

(চ) সম্প্রতি পড়া কোনো বই নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ। (রাবো-১৬,ববো-২৩)

অথবা, বই পড়ার গুরুত্ব নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো। (দিবো-১৯, রাবো-২৫)

(ছ) বাংলা নববর্ষের উদযাপন বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (ববো-২০১৬)

(জ) নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। (রাবো-১৭, মবো-২৫)

অথবা, নারী শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (কুবো-২৩)

(ঝ) খাদ্যে ভেজাল ও তার প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (দিবো-২৫)

(ঞ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সংলাপ।

অথবা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(যবো-২০১৬, ববো-২৫)

(ট) সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ লেখ।

(ঠ) ফেইস বুকের সুফল ও কুফল নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(কুবো-১৯, কুবো-২৪)

(ড) ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(সিবো-২৩)

(ঢ) আসন্ন এইচ এস সি পরীক্ষা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(ণ) কোনো এলাকার লোডশেডিং নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(ত) জীবনের লক্ষ্য নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

(থ) অমর একুশে বই মেলা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (ঢাবো-২৩)

(দ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যকার কথোপকথন তুলে ধর ।

(রাবো-২৪)

(ধ) মাদকাসক্তির কুফল ও এর প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো। (ববো-২৪)

(ন) শব্দ দূষণের কুফল সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (মবো-২৪)

(প) যানজটের ভোগান্তি নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (চবো-২৫)

(ফ) বর্তমানে 'নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারমূল্য' বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ তুলে ধর। (কুবো-২৫)

(ব) খাদ্যে ভেজাল ও তার প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। (দিবো-২৫)

ক্ষুদে গল্প রচনা :

(ক) প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে একটি ক্ষুদে গল্প রচনা কর।

মাকে সেবা করতে না পারার যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় হাসান...

(খ) 'স্বনির্ভরতার জন্য চাই ইচ্ছাশক্তি' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

(গ) 'মোবাইল ফোনে বন্ধুত্বের পরিণাম শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

(ঘ) 'স্বনির্ভরতার জন্য দেশি শিল্পের বিকাশ চাই' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

(ঙ) শিরোনামসহ নিচের সংকেত অনুসরণে একটি খুদে গল্প রচনা কর:

ঝড়ের রাত। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পিয়ালের মন খুবই অস্থির। রাত আনুমানিক একটা। হঠাৎ কলিং বেলের আওয়াজ। অজানা আতঙ্কে পিয়াল...

(চ) নিচের উদ্দীপক অবলম্বনে একটি খুদেগল্প রচনা কর:

পদ্মা সেতুর টোল প্লাজায় বাইক থামিয়ে টোল দিতে হাত বাড়ায় ইশতিয়াক সাহেব। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিছন থেকে সজোরো ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে সে। জ্ঞান ফিরলে তার সাথে থাকা স্ত্রী ও শিশুপুত্রের কথা জানতে চায় উপস্থিত লোকজনের কাছে।....

(ছ) প্রদত্ত সংকেত অবলম্বনে 'লোভের পরিণাম' শীর্ষক একটি ক্ষুদে গল্প রচনা কর।

গল্প সংকেত: স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি ফলের বাগান করে শামীম ...

(জ) 'মানুষ মানুষের জন্য' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ।

(ঝ) "রক্ত দেই জীবন বাঁচাই" শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ।

(ঞ) মানুষের স্বার্থপরতার উপর একটি ক্ষুদে গল্প লেখ।

১২। নিচের যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর :

◈ অ-গুচ্ছ : বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা

(ক) আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ/ দৈনন্দিন জীবনে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ।

(ঢবো, দিবো, ববো-২০১৬, কুবো-১৭, রাবো-১৭, ২৫ রাবো-১৬,১৯, সিবো, চবো-১৯, ২৫)

(খ) আধুনিক জীবন ও বিজ্ঞান/বিজ্ঞানের জয়যাত্রা/মানব কল্যাণে বিজ্ঞান।

(দিবো-২৫, কুবো-২৫, যবো-১৬, ২৫, মবো-২৫, ববো-১৬, চবো-১৬)

(গ) শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার

(ঘ) কৃষি কাজে বিজ্ঞান *(সিবো-২০১৬,যবো, ববো-১৭, কুবো-১৯)*

◈ আ-গুচ্ছ : বাংলাদেশ : প্রধান প্রধান সমস্যা ও সম্ভাবনা কেন্দ্রিক রচনা :

(ঙ) পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার;

(চবো, সিবো, দিবো-১৫, চবো-১৬, কুবো, চবো-১৭, ববো-১৯)

(চ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তার প্রতিকার । *(কুবো-২৫)*

(ছ) জলবায়ুর পরিবর্তন ও বাংলাদেশ/বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও বাংলাদেশ/জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন/জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব/বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন;

(যবো-১৬, সিবো-১৫, ববো-১৫ ঢাবো-১৬, ১৯ কুবো-১৫,১৯, মবো-২৫, রাবো-২৫)

(জ) বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প : সমস্যা ও সম্ভাবনা ;

(ঢাবো-১৫, ২৫, সিবো-১৭, ২৫, ববো-১৫, ১৬, ২৫, রাবো-১৫, ১৭, ২৫, চবো-১৬, ২৫, কুবো-১৬, ২৫, যবো-২৫, মবো-২৫, দিবো-১৫, ১৬, ২৩, ২৫)

(ঝ) পোশাক শিল্প: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ;

(ঢাবো-১৭,ঢাবো, সিবো, রাবো-১৬, কুবো-১৯, সিবো-১৯, মবো-২৫)

(ঞ) মাদক আসক্তি কারণ ও প্রতিকার। ট) দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও তার প্রতিকার,

ইূ-গুচ্ছ : বাংলাদেশ ও জাতীয় চেতনা বিষয়ক রচনা :

(ঠ) রূপসী বাংলা;

(ড) একুশের চেতনা/ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/ একুশ আমার অহংকার;

(কুবো, দিবো-১৫, ২৫, সিবো-১৭, ২৫, ববো-১৭, ২৫, ঢাবো-১৯, চবো-১৯, ২৫, রাবো-২৫)

(ঢ) গণতন্ত্র ও বাংলাদেশ

(ণ) স্বদেশ প্রেম। (যবো-২৫, মবো-২৫)

(ত) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি (চবো-২৫)

ঈ-গুচ্ছ : ভাব-প্রধান রচনা :

(থ) বই পড়ার আনন্দ (ববো-২০১৬, কুবো, ববো-১৯ চবো-২৫)

(দ) শিষ্টাচার বা শুদ্ধাচার (কুবো-২০১৬, ঢাবো-২৫, রাবো-২৫, কুবো-২৫)

(ধ) অধ্যবসায় (দিবো-২৫, যবো-২৫, ববো-২৫, সিবো-২৫)

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : অ, আ, ই, ঈ এই চারটি গুচ্ছ থেকে একটি করে রচনা থাকবে। তাই অ ও আ গুচ্ছের রচনাগুলো পড়লে একটি রচনা অবশ্যই কমন থাকবে। নির্দিষ্টভাবে বললে বলা যায় (গুরুত্বেরক্রমানুসারে) : ক, খ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঠ, ণ নম্বর রচনা পড়লে একটি রচনা অবশ্যই কমন থাকবে।]

(মুসা স্যার)
(প্রফেসর ড. এ. আই. এম. মুসা)
বিএ (সম্মান) এমএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিএইচডি. জা. বি.
ভূতপূর্ব : সহযোগী অধ্যাপক, রংপুর সরকারি কলেজ, রংপুর
গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা
সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর
বিভাগীয় প্রধান, সরকারি পিসি কলেজ, বাগেরহাট
অধ্যক্ষ, তারাগঞ্জ সরকারি কলেজ, রংপুর।